NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে ভারতের রোহিত-কোহলিকে লাগবে ডি ভিলিয়ার্স

২১ রানে নেই শেষ ৬ উইকেট, সম্ভাবনা জাগিয়েও হার পাকিস্তানের ৮

কলকাতা ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ ২৭ পৌষ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২১২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 13.01.2024, Vol.17, Issue No.212, 8 Pages, Price 3.00

# পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলা

## দিনভর ইডির তল্লাশি সুজিত, তাপস ও সুবোধের বাড়িতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে ইডির হানা। সকাল সাতটা নাগাদ মন্ত্রীর লেকটাউনের দু'টি বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। মন্ত্রীর বাড়ি বাইরে থেকে ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি, শুক্রবার সকালে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলার আরও দুই জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায় এবং উত্তর দমদম পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাপস বরাহনগরের তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর বৌবাজারের বাড়িতে হানা দেয় ইডি।

অন্যদিকে, সুবোধ উত্তর দমদম পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। আগে উত্তর দমদম পুরসভার চেয়ারম্যানও ছিলেন সুবোধ। শুক্রবার সকাল পৌনে সাতটা নাগাদ বিরাটির খলিসাকোটা পল্লীতে তাঁর বাড়িতে ঢোকে ইডি আধিকারিকের দল।

এর আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের সূত্রে সুজিতকে তলব করেছিল অন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। গত বছরের ৩১ অগস্ট তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, সেই নথির সূত্রেই সুজিতের বাড়িতে হানা দেয় ইডি।

২০১৬ সালে দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপপ্রধান ছিলেন সুজিত। সেই সময় পুর নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছিল বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আর সেই সূত্র ধরেই ইডি শুক্রবার সকালে দমকলমন্ত্রীর বাড়িতে হানা দেয় বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, এর আগে ইডির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন সুজিত। দমকলমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, তাঁর নাম বলিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁরই প্রাক্তন আপ্তসহায়ককে চাপ দিচ্ছেন ইডি আধিকারিকেরা। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে পুজোর আগেই দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি।

প্রসঙ্গত, গত ১৯ মার্চ নিয়োগ মামলায় অয়ন শীলকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। ইডির তরফে দাবি করা হয়, অয়নের সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালিয়ে রাজ্যের একাধিক পুরসভার বিভিন্ন পদে চাকরিপ্রার্থীদের ওএমআর শিট (উত্তরপত্র) পাওয়া গিয়েছে। ইডি সূত্রে এ-ও জানা যায়, জেরায় অয়ন তদন্তকারীদের জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন পুরসভায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি মোট ২০০ কোটি টাকা তুলেছিলেন। এর পরেই আতশকাচে আসে পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি। পুর নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তের ভার সিবিআইকে দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। কিন্তু শীর্ষ আদালত রাজ্যের আর্জি খারিজ করে দেয়। বহাল থাকে পুর নিয়োগে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ।

# ১৪ ঘণ্টা ধরে সুজিতের ৩ বাড়িতে তল্লাশি ইডির

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সকাল থেকে টানা তল্লাশি। শুক্রবার প্রায় ১৪ ঘণ্টা পর রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন ইডি আধিকারিকেরা। তার পরেই লেক টাউনে নিজের পুরনো বাড়িতে আসেন সুজিত। তাঁকে ঘিরে ধরেন অনুগামীরা। স্লোগান ওঠে, 'সুজিতদা জিন্দাবাদ'। দমকল মন্ত্রীর পাশে ছিলেন তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুও।

শুক্রবার সকালে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে দমকলমন্ত্রী সুজিতের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সকাল ৭টা নাগাদ মন্ত্রীর লেকটাউনের দু'টি বাড়িতে পৌঁছন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। মন্ত্রীর বাড়ি বাইরে থেকে ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সন্দেশখালির ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়েই যায় তারা। জওয়ানদের হাতে ঢাল, মাথায় হেলমেট। সুজিতের বাড়ির নীচেও মোতায়েন করা হয় পুলিশ। তল্লাশির মাঝেই বিকেল নাগাদ সুজিতের ছেলে সমুদ্রকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ইডির তদন্তকারী অফিসার। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। তাঁকে নিয়ে শ্রীভূমি ক্লাবের উল্টো দিকের একটি ফ্ল্যাটে যান ইডি আধিকারিকেরা। স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, ওই ফ্ল্যাটে সুজিতের একটি দপ্তর রয়েছে। সেখানে তিনি মাঝেমধ্যে গিয়ে বসেন। সেই দপ্তরে তল্লাশির পর সমুদ্রকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেই ফ্ল্যাটে, যেখানে ছিলেন তাঁর বাবা সুজিত। যাওয়ার পথে সমুদ্র বলেন, 'একটা প্রক্রিয়া চলছে। আমরা সহযোগিতা করছি।' তিনি আরও জানান, আইন আইনের পথেই চলবে। এর আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের সূত্রে সুজিতকে তলব করেছিল অন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। গত বছরের ৩১ অগস্ট তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, সেই নথির সূত্রেই সুজিতের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। ২০১৬ সালে দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপপ্রধান ছিলেন সুজিত। সেই সময় পুর নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছিল বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আর সেই সূত্র ধরেই ইডি শুক্রবার সকালে দমকলমন্ত্রীর বাড়িতে হানা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এর আগে ইডির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন সুজিত। দমকলমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, তাঁর নাম বলিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁরই প্রাক্তন আপ্তসহায়ককে চাপ দিচ্ছেন ইডি আধিকারিকেরা।

## বাজেয়াপ্ত বহু নথিপত্র

## ভাঙড়ে সংঘর্ষ অব্যাহত, চলল গুলি, আহত ৪

**ভাঙড়, ১২ জানুয়ারি:** সামনেই লোকসভা নির্বাচন। সলতে পাকানোর কাজটা অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক-বিরোধী সব রাজনৈতিক দলই। এরইমধ্যে ফের তপ্ত ভাঙড়। দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ঝামেলায় জড়ায় আইএসএফ ও তৃণমূল। নওশাদ শিবিরের লোকজনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। উল্টে তৃণমূলের লোকজনেদের মারধর ও গুলি করার অভিযোগ আইএসএফের বিরুদ্ধে। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড়ের খড়গাছি এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ভাঙড় ও চন্দনেশ্বর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে কয়েকদিন আগেই ভাঙড়ের চার্জ নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। নতুন ডিভিশনও খোলা হয়েছে।

## সন্দেশখালির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

**নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির উপর হামলার ৭ দিন পরও সন্দেশখালির শাহজাহান এখনও অধরা। তবে সেই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুরে মেহবুব মোল্লা ও সুকুমার সর্দার নামে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। হামলার দিনের ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয় এই ২ জনকে। শুক্রবারই তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। গত শুক্রবার, ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে ইডি আধিকারিকরা। সেখানে তাঁর অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তিন আধিকারিক। তাঁদের মধ্যে রামকুমার রাম নামে এক আধিকারিকের মাথা ফেটে যায়। আরও দুই আধিকারিকও গুরুতর চোট পান। তাঁদের প্রত্যেককে সেই সময় হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়।**

## তাপসের বাড়িতে ১২ ঘণ্টা তল্লাশি 'আমি রাজনীতি না করলে ওরা হয়তো আসত না'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তিনি রাজনীতি না করলে তাঁর বাড়িতে এ ভাবে হানা দিত না ইডি। প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর এমনই মন্তব্য করলেন বরাহনগরের তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়। তিনি বলেন, 'ইডি যে কারণে আসে, সেই কারণেই এসেছিল। আমি রাজনীতিতে না থাকলে হয়তো এ ভাবে আসত না।'

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার কিছু ক্ষণ পর তাপসের বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাড়িতে ঢুকেছিল ইডির দল। সন্ধ্যা ৬টা ২০ নাগাদ তাঁরা তাপসের বাড়ি থেকে তাঁরা বেরিয়ে যান। তাপস জানিয়েছেন, তাঁর একটি মোবাইল ফোন এবং কিছু কাগজপত্র কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছেন। কী কাগজ? তাপস বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাকে অনেকেই অনেক কিছু অনুরোধ করেন। সেই সব কাগজই নিয়ে গিয়েছেন।'

তল্লাশি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাপস বলেন, 'রাজনৈতিক জীবনে কখনও দুর্নীতির সঙ্গে ছিলাম না। আজও নেই। আমায় পুরনো, নতুন সব সাংবাদিকেরা চেনেন। আপনারা কিছু দিন অপেক্ষা করুন। চাইলে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা করেও আপনারা বার করতে পারেন।' তাপস অবশ্য একবারও সরাসরি বলেননি যে তাঁর বাড়িতে ইডি অভিযান 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'। এ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে বিধানসভায় তৃণমূলের উপমুখ্যসচেতক বলেন, 'আমি সেটা নিজে মুখে বললে মনে হবে সবার মতো বলছি। এটা আমি বলব না। যা বলার দল বলবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন।'

ইডি তল্লাশি চলাকালীন বাড়িতে তাপসের স্ত্রী ও মেয়েও ছিলেন। তাপস জানিয়েছেন, ইডি আধিকারিকেরা স্ত্রী, মেয়েকে যা জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁরা জবাব দিয়েছেন। তবে তৃণমূল বিধায়কের বক্তব্য, এই দীর্ঘ সময়ের অনেকটাই প্রক্রিয়া সারতে চলে গিয়েছে। তাপস বলেন, 'ওদের নানা প্রসেস করতেই অনেক সময় লেগেছে। সত্যিই সময় লাগে।'

তাপস বরানগরের বিধায়ক। সেই বরানগর পুরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা মৌলিককে ইডি ইতিমধ্যেই জেরা করেছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তাপস জানিয়েছেন, তিনি অপর্ণাকে চেনেন। তাঁর কথায়, 'আমি বরাহনগরের বিধায়ক। উনি আমার আগে থেকে ওখানে চেয়ারম্যান। আমি যদি বলি দলের সাংসদ, বিধায়ক, চেয়ারম্যান, মেয়র, মেয়র পারিষদ, চেয়ারম্যানদের চিনি না, তবে ভিন্ন শুনতে লাগবে।' তবে জেরা শেষে তাপস বলেন, 'খারাপ লাগছে শুধু আমার স্ত্রীর জন্য।'

*শুক্রবার গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে মুড়িগঙ্গা নদীর চড়ায় আটকে পড়ে একটি ভেসেল। জানা গিয়েছে, ভেসেলটিতে কমপক্ষে ৫০০ পুণ্যার্থী রয়েছে। এনডিআরএফ-এর টিম পুণ্যার্থীদের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গিয়েছে, প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে আটকে ছিল ভেসেলটি।*

## পুলিশের জালে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' মাওবাদী নেতা সব্যসাচী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মাওবাদী দমন অভিযানে বড় সাফল্য পুলিশের। এসটিএফ এবং পুরুলিয়া জেলা পুলিশের অভিযানে জালে শীর্ষ মাওবাদী নেতা সব্যসাচী গোস্বামী। বাঁকুড়ার শিমলাপাল থেকে গ্রেপ্তার মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা। ঘটনাস্থল থেকে একটি নাইন এম এম পিস্তল, প্রচার পুস্তিকা পাওয়া গিয়েছে। পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, পুরুলিয়ার বাগমুন্ডি থানার মাঠা এলাকা থাকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জেলা পুলিশ সুপার এও জানান, এখন পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল এলাকায় মাওবাদী কার্যকলাপ না থাকলেও সব্যসাচী গোস্বামী আবার মাওবাদী কার্যকলাপ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

কিশোর নামে মাওবাদী শীর্ষ নেতা এনআইএ-এর 'মোস্ট ওয়ান্টেডের' তালিকায় ছিলেন। কিশোরের বাড়ি উত্তর শহরতলির আগরপাড়ায়। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম থেকে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সংগঠন পুনর্গঠনের দায়িত্বে ছিলেন ওই নেতা।

পুরুলিয়ার সম্প্রতিক কয়েকটি পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনে তাঁর উস্কানি ছিল বলে অভিযোগ। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা কিশোর এরাজ্যে সংগঠন পুনর্গঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে উত্তর পূর্ব ভারতের সংগঠনের সঙ্গে লিয়াসন ভূমিকা ছিল তাঁর। সব্যসাচী গোস্বামীর নেতৃত্বে গত ৫ বছরে জঙ্গলমহলের বাইরে, মুর্শিদাবাদ নদিয়া, মালদা, বীরভূমে সংগঠনের বিস্তার হয়। সংগঠনের বিস্তার হয় দক্ষিণ এবং উত্তর ২৪ পরগণাতেও। বাঁকুড়ার বারিকুল এলাকায় সম্প্রতি বেশ কিছু আদিবাসী যুবক মাওবাদী সংগঠনে যোগ দেন। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, কিশোরের নেতৃত্বেই নিয়োগ হচ্ছিল জঙ্গলমহলে।

*আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠেছে কপিল মুনির আশ্রম। ছবি: অদিতি সাহা*

### ২ ঘণ্টার পথ পেরোতে লাগবে মাত্র ২০ মিনিট

## দেশের দীর্ঘতম সমুদ্রসেতু অটল সেতুর উদ্বোধন মোদির

**মুম্বই, ১২ জানুয়ারি:** দেশের দীর্ঘতম সমুদ্রসেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুম্বইয়ের সঙ্গে নবি মুম্বইয়ের সংযোগকারী অটল সেতুর উদ্বোধনে হাজির ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ২১.৮ কিলোমিটার লম্বা এই সেতুতে যান চলাচল শুরু হয়ে যাবে বলে খবর।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামাঙ্কিত, প্রায় ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ (সংযোগকারী সড়ক-সহ) এই সমুদ্রসেতু 'ভারতের দীর্ঘতম'। নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টন ইস্পাত। এই 'অটল সেতু' মহারাষ্ট্রের মুকুটে নতুন পালক বলে দাবি, সে রাজ্যের বিজেপি জোটের সরকারের। প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে এই সমুদ্রসেতু। ছ'লেনের এই সেতু চালু হলে ২ ঘণ্টার পথ পাড়ি দেওয়া যাবে মাত্র ২০ মিনিটে। শুক্রবার এই সেতুর উদ্বোধন করেন মোদি। হাজির ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল রমেশ বাইস, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। জানা গিয়েছে, ১ লক্ষ ৭৮ হাজার মেট্রিক টন লোহা ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে এই সেতু। আইফেল টাওয়ারের চেয়ে ১৭ গুণ বেশি ওজনের লোহা ব্যবহার হয়েছে সেতুটি বানাতে। সেতুটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২২ কিলোমিটার লম্বা, যার আবার প্রায় ১৬.৫ কিলোমিটার অংশ গিয়েছে সমুদ্রের উপর দিয়ে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের সেওরি থেকে এটি শুরু হয়েছে। তারপর একে একে থানে ক্রিক পেরিয়ে, শিবাজি নগর, জসসি, পেরিয়ে নভি মুম্বইয়ের চার্লি-তে গিয়ে শেষ হয়েছে। দেশের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু তো বটেই, এমটিএইচএল বিশ্বের দ্বাদশ দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু। মনে করা হচ্ছে, এই লিঙ্ক দিয়ে রোজ অন্তত ৭০,০০০ যান চলাচল করতে পারবে।

শুক্রবার বিকেলে 'মুম্বই ট্রান্স হারবার লিঙ্ক' (এমটিএইচএল)-এর উদ্বোধন কর্মসূচিতে মোদির সঙ্গে ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে-সহ রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা। ২১.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটি তৈরিতে খরচ পড়েছে ১৭ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। পুরো প্রকল্পের খরচ ২১ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে ১৬.৫ কিলোমিটার পথ রয়েছে সমুদ্রের উপর দিয়ে। এই সেতু নবি মুম্বই এবং মুম্বইয়ের দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে যুক্ত করায় সুবিধা হবে পর্যটকদের।

পাশাপাশি, জওহরলাল নেহরু বন্দরে পণ্য পরিবহণে সুবিধা মিলবে। মুম্বই থেকে পুনে, গোয়া এবং কর্নাটক যাত্রারও সময় কমবে। শুক্রবার মহারাষ্ট্র সফরে রায়গড় জেলায় ৫০০ শয্যার 'মেকশিফ্‌ট' হাসপাতাল এবং 'হকারমুক্ত কোলাবা' প্রকল্প-সহ একাধিক উন্নয়ন কর্মসূচির শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। যার মোট আর্থিক অঙ্ক প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। মোদি বলেন, '১০ বছর আগে এত বড় মাপের উন্নয়ন কর্মসূচির কথা ভাবাই যেত না।'

# স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরিতে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ রাজ্যগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে বাংলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরিতে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ রাজ্যগুলিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে বাংলা। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেই মিলেছে এই স্বীকৃতি। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১০ লক্ষের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে এরাজ্য।

সম্প্রতি প্রকাশিত কেন্দ্রের ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী চলতি আর্থিক বছরে সারা দেশে এখনও পর্যন্ত ৮৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৭০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৩৪টি হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পড়শি রাজ্য বিহার। সেখানে চলতি আর্থিক বছরে মোট ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার ২১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে ৭ লক্ষ ৩১ হাজার, মধ্যপ্রদেশে ৪ লাখ ৪৭ হাজার, গুজরাতে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার, ছত্তিশগড়ে ২ লক্ষ ৬২ হাজার এবং রাজস্থানে দু’ লক্ষ ৬০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা বা ডিআরডিসি সূত্রে খবর,



‘আনন্দধারা’ প্রকল্পের অধীনে বার্ষিক মাত্র দু’ শতাংশ হারে ঋণ প্রদান করা হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে। একটি গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার ছ’ মাস পর পদ্ধতি মেনে তারা ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে। নতুন অ্যাকাউন্টে শুরুতেই দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। পরে ঋণের পরিমাণ ধাপে ধাপে বাড়ে।

এদিকে, ঋণ পেয়ে ক্রমেই আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে রাজ্যের মহিলাদের।

ঋণ নেওয়ার পর সেই টাকা ব্যক্তিগতভাবে ভাগ করে কেউ পশুপালন করছেন, কেউ কাপড়ের ব্যবসা করছেন। এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্য। স্বনির্ভর হচ্ছেন রাজ্যের মহিলারা।

মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, ‘মহিলারা আর পুরুষের পদানত নন। তাঁরা আজ স্বনির্ভর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে যেভাবে মাতৃজাতিকে প্রতিষ্ঠা করছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, তা আগে আর কেউ করেননি। এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য সবার থেকে আলাদা।’

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা বলেন, মহিলাদের স্বনির্ভরতার বিষয়টিকে বরাবর অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হাত ধরেই বাংলা আজ মডেল রাজ্যে পরিণত হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরিতে দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান পেয়েছে আমাদের রাজ্য। এটা আমাদের কাছে গর্বের।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৩ই জানুয়ারি। ২৭শে পৌষ । শনিবার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্ম মকর রাশি। অষ্টোত্তরি বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** আজ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। শত্রু বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা ষড়যন্ত্র তৈরি হবে। কোন জিনিস হারিয়ে যেতে পারে, তার জন্য মনে কষ্ট থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে যে নতুন গতি আসার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। সন্তানের বিদ্যালয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্ম বিষয়ে অধিক দুশ্চিন্তা থাকবে। এক পুরাতন বান্ধবী দ্বারা গোপন শত্রুতা থাকবে। গ্রহ অবস্থান শুভ নয় বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দ্বারা শিব পূজা করুন। শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। সন্তানের বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন প্রেমে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা কেটে যাবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনের সুখ প্রাপ্তি সম্ভব। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অলংকার শিল্প যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির-- ব্যবসা বৃদ্ধির যোগ। নিজ বুদ্ধির দ্বারা আজকের দিনে নতুন পরিকল্পনার প্রয়োগ করতে পারেন হর হর মহাদেব বলুন পথ চলুন শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** সতর্ক থাকার দিন। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব, সেই কাজটির না হওয়ার কারণে মন কষ্ট বৃদ্ধি। পরিবারে তর্ক বিবাদ বিসংবাদ। বাজার করা দোকান করা বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা অসম্মানিত হওয়ার যোগ। যারা মুদ্রণ শিল্প, ছাপা- ছাপির মধ্যে কাজ করেন, তাদের আজকের দিনটি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে কাটবে। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের নাম করুন শুভ হবে।

**কর্কট রাশি :**ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কুদৃষ্টি আপনার ওপর ছিল, আজ তা শুভ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছলনাময়ী এক নারীকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা মুক্ত হওয়ার দিন। আজ ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের শুভ যোগ। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ। যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নী শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের নাম করুন। শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** আজ সকালে তর্ক বিবাদের দ্বারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হওয়ার দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স, সন্তানের জন্য বিদ্যালয় ছোট ছোট সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য রাখলে জয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা তর্ক বিভাগের সম্ভাবনা। প্রবীণ নাগরিকের শরীর ব্যাধি কারক বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন, ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করুন। নিশ্চিত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে।

**কন্যা রাশি :** সকালে বিবাদ বিসংবাদ বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আপনাকে ভুল বুঝে প্রতিবেশী ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা বস্ত্র ব্যবসায়ী। যারা মাছের ব্যবসায়ী। বিশেষত যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী, তারা আজকের দিনটি ধৈর্য রাখুন। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যোগ। কর্মের আবেদন যারা করছেন তারা ধৈর্য রাখলে নিশ্চয়ই ভালো ফল পাবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালান আর ভগবান হরগৌরীর পূজা করুন।

**তুলা রাশি :** ছোট ভ্রমণ। পারিবারিক শান্তি। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন গতি। অর্থপ্রাপ্তির যোগ। গ্রহ পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। পুরাতন এক শত্রু আপনার কাছে আজ ফোন করে ক্ষমা চাইতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন। সাদা কাগজে ভগবান বিষ্ণুর নাম লিখুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা তে যারা বিদেশ যেতে চান, বিশেষত যারা মেডিকেল-ঔষধ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন। তাদের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা, তাদেরও নতুন যোগাযোগ হবে। পুরাতন প্রেমিকের দ্বারা শুভ যোগাযোগ সম্ভব। বাড়ির গৃহ পরিবেশ শান্তি। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন শুভ হবে।

**ধনু রাশি :**আজ সকালে বাড়িতে অশান্তির কালো মেঘ। গতকাল রাতের কোন ঘটনায় আজ বিভ্রান্ত কর অবস্থান থাকবে। যে নারীকে আপন ভেবে নিয়েছিলেন, তিনি কি সত্যিকারের আপনজন? বাড়ির গৃহপালিত পশু নিয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ থাকবে। ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য, খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের বিষয়ে যে কথা পাকা হওয়ার ছিল, তা বাধা পড়বে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জানুন। গণেশ দেবতার সামনে হলুদ ভোগ প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মকর রাশি :**আজ বিবাদ বিতর্ক। অশুভ সংবাদ দ্বারা সকাল থেকেই মনকষ্ট বাড়বে। যারা তরল পদার্থ বা ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামের ব্যবসা বাণিজ্য করেন, তাদের ছোট্ট ভুলের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনাময় কাল। আইনি মামলা যেখানে চলছে সেখানে সতর্ক থাকা ভালো। বিদ্যার্থীদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে, বেতনভোগী কর্ম যারা করেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার ওপর আজ থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ভগবান শিবের নাম করতে আজকের দিনটি থাকুন নিশ্চিত শুভ হবে।

**কুম্ভ রাশি :** আজ খুব ছোট ঘটনা কে কেন্দ্র করে, ধৈর্য হারিয়ে ফেললে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। পুরাতন গোপন কোন কথা প্রকাশ্য আসার জন্য কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থান তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের একটু ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর যে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা বাধা পড়বে। বিবাহ বিষয়ে জটিলতা তৈরি হবে। আইনি বিষয়ে জটিলতা তৈরি হবে। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে। ভোগ নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মীন রাশি :** আজ শুভ দিন বাণিজ্য ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কাল। শুভ যোগ বিদ্যার্থী যারা আছেন তাদের সফলতার ইঙ্গিত। বিদ্যালয় যে অস্থিরতা ছিল তা কোন প্রভাবশালী মানুষের সহায়তায় সমাধান হয়ে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। নারিকেল সহ বাবা বিশ্বনাথের চরণে ভোগ নিবেদন করুন শুভ হবে। গৃহবধূদের জন্য শুভ দিন।

**(আজ বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী র প্রয়ান দিবস।)**

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# পুর এলাকায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পে তৈরি বাড়ির ফলক পরিবর্তনের নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য সরকার পুর এলাকায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পে তৈরি বাড়ির ফলক পরিবর্তন করে বাধ্যতামূলকভাবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা লেখার নির্দেশ দিয়েছে। নামকরণ বদল না হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দ থেকে সংশ্লিষ্ট পুরসভা বঞ্চিত হতে পারে বলে রাজ্য নগরউন্নয়ন সংস্থার তরফে পুরসভাগুলিকে পাঠানো চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে । উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে একটি বাড়ির জন্য বরাদ্দ তিন লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেড় লক্ষ, রাজ্য সরকার এক লক্ষ ৯৩ হাজার ও বাকি টাকা উপভোক্তাকে দিতে হয়।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদল নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি এ রাজ্যে। গ্রামীণ এলাকায় সরকারি প্রকল্পে নির্মিত বাড়িতে ‘বাংলা আবাস যোজনা’ লেখা হয়েছিল। নাম বদলে বাড়িতে ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) লিখতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। এ বার, শহরাঞ্চলে সরকারি আবাস প্রকল্পে নির্মিত বাড়ির ফলকে ‘হাউস ফর অল’-এর (সবার জন্য বাড়ি) পরিবর্তে ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)’ লেখার নির্দেশ দিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর।

প্রশাসন সূত্রে খবর, গ্রামীণ এলাকার মতো শহরাঞ্চলেও কেন্দ্রীয় আবাস প্রকল্প পরিদর্শনে আসতে পারে কেন্দ্রীয় দল। সেই অনুমানের ভিত্তিতে বিতর্ক এড়ানোর জন্যই এই নির্দেশ বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রকল্পের টাকা পেয়েও যে উপভোক্তারা বাড়ি করেননি, তাঁদেরকে নোটিস দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

# চিকিৎসা বহির্ভূত খরচ নেওয়া রুখতে ব্যবস্থা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম যাতে কোনওভাবেই কোনওরকম গোপনে কোনও খরচ না নেয়, রাজ্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ন্ত্রক কমিশন সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ করছে। যাতে রোগী ভর্তির সময়ই এই সব হাসপাতাল-নার্সিংহোম তাঁদের চিকিৎসা প্যাকেজ সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয় সে ব্যাপারে কমিশন নতুন নির্দেশিকা তৈরি করেছে। তা সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। সেখানে রোগী ভর্তির প্যাকেজে সম্ভাব্য সমস্ত খরচ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে একাধিক বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বিরুদ্ধে রোগীদের পরিবারের কাছ থেকে প্যাকেজ বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের একাধিক অভিযোগ জমা পড়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে বাগুইআটির এক বেসরকারি হাসপাতালকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। রোগীর পরিবারের অভিযোগ খতিয়ে দেখে গত বৃহস্পতিবার এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

# এলাকার মডেল স্কুল, দুই শিক্ষকের কাজে গর্বিত সকলেই

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** ২০১৫ সালে গ্রামবাসীদের দান করা জমিতে তৈরি হয়েছিল প্রাথমিক স্কুল। সেই থেকেই পথচলা স্কুলটি এখন এলাকায় মডেল। পুরুলিয়া জেলার মানবাজার ৩ নম্বর চক্রের ছোট সাগেন প্রাথমিক বিদ্যালয় শুধু ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রেই এগিয়ে তা নয়, সেই সঙ্গে এলাকার উন্নয়নেও এগিয়ে আসছেন ওই স্কুলের দুই শিক্ষক পার্থ রায় এবং পথিক আচার্য। দুই শিক্ষকের কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত এলাকাবাসী। তাঁদের কর্মকাণ্ডে সামিল হতে এগিয়ে আসছেন এলাকার সমাজসেবীরাও।

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এই স্কুল দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। স্কুলের দেওয়ালে আঁকা রয়েছে বিভিন্ন চিত্র এবং বিভিন্ন সচেতনতমূলক বার্তা। এই সব চিত্র এঁকেছেন ওই স্কুলের শিক্ষক পথিক আচার্য। শুক্রবার বিশেষ দিনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উদযাপনের পাশাপাশি এলাকাবাসীদের দান করা স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিনটি আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হয়। সেই সঙ্গে স্কুল চত্বরে ১০০টি লেবুগাছ সহ একটি ফলের বাগানেরও উদ্বোধন করা হয়। এদিন ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফলের বাগানের উদ্বোধন করেন মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের বিডিও দেবাশিস ধর।

অন্যদিকে ৫০০০ চারা সহ একটি নার্সারির উদ্বোধন করেন মানবাজার ৩ নম্বর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নন্দদুলাল সিং। স্কুলের শিক্ষক পার্থ রায় জানান, ওই ৫০০০ চারা এলাকার কৃষকদের বিতরণ করা হবে।

স্কুলে রয়েছে নিমাই পণ্ডিত পাঠশালা, যেখানে এলাকার আদিবাসী ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে কোচিং করানো হয়। শুধু এলাকার মানুষজনই নয়, স্কুলের কর্মকাণ্ড দেখে গর্বিত প্রশাসনের আধিকারিকরাও।

মানবাজার এক নম্বর ব্লকের বিডিও দেবাশিস ধর জানান, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুল সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা, সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা, তা দেখে অভিভূত তিনি। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের যে সততার শিক্ষা তাঁরা দিচ্ছেন, তা স্কুলকে আগামী দিনে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। এলাকাবাসীও জানিয়েছেন, স্কুলের আরও উন্নয়নে তাঁরাও এগিয়ে আসবেন।

# ত্রিবেণীর গঙ্গা দীক্ষাস্থলীতে সীতারাম বাবার মন্দির প্রতিষ্ঠা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** পৌষ সংক্রান্তির শুভলগ্নে ১৫ জানুয়ারি হুগলি জেলার ত্রিবেণী গঙ্গাতীরে পুরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথদেবের গুরুদেব মন্ত্রদীক্ষিত করেন। সংশ্লিষ্ট স্থানে নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের উদ্বোধন হবে সোমবার পৌষসংক্রান্তির পুণ্যদিনে। এই উপলক্ষে ষোলোপ্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন, ভজন কীর্তন, ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হবে। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বাধীশ কিংকর বিঠল রামানুজ মহারাজের পৌরোহিত্যে গৌর মহারাজের উপস্থিতিতে সন্ন্যাসীদের সাধু ভান্ডারা অনুষ্ঠিত হবে। আশ্রমের পক্ষে উত্তম দে ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে।

# শ্যাম সুন্দরের পুরস্কারে স্কুটি



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজন করেছিল ‘কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স’ - যা সত্যিই উৎসবের মরসুমের এক শুভ সমাপ্তি বলা যায়। ‘কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স’ হল এই প্রতিষ্ঠানের এক বার্ষিক আয়োজন। উৎসবের মরসুমে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স থেকে ‘শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার’ এবং ‘চমক ভরা ধনতেরাস’ স্কিমে যে সব গ্রাহকরা গয়না কিনেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে ভাগ্যবান বিজয়ীদের বেছে নিয়ে মেগা ড্র পুরস্কার দেওয়া হয়।

এই বছর, যে ৫ জন ভাগ্যবান স্কুটি জিতে নিয়েছেন তাঁরা হলেন রঞ্জিত ঘোষ, স্বপন ভৌমিক, রুবিয়া দাস, চয়ন দাস ও সৌভিক রায়চৌধুরী। আজকের এই সুন্দর আনন্দ ও খুশির দিনে তাদের হাতে স্কুটিগুলো তুলে দেওয়া হয়।



**ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠে শুরু হল বেহালা ক্লাসিকাল ফেস্টিভ্যালের দ্বাদশতম অনুষ্ঠান। আয়োজনে ছিল বেহালা সাংস্কৃতিক সম্মিলনী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, পুর প্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়, আয়োজক সংস্থার সভাপতি পরিমল ভট্টাচার্য প্রমুখ। সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় পণ্ডিত ফাল্গুনী মিত্রকে।**

# রাশিদ-স্মরণে



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মাত্র ৫৫ বছরেই সুরলোকে পাড়ি দিয়েছেন ওস্তাদ রাশিদ খান। এই স্বল্প সময়েও তাঁর গান ও গায়কীতে মুগ্ধ করেছেন অসংখ্য শ্রোতাকে। তাঁর গুণে সমৃদ্ধ করেছেন সংগীত জগৎকে। ওস্তাদ রাশিদ খানের সাম্প্রতিক প্রয়ান প্রকৃত অর্থেই নক্ষত্র পতন। রাশিদ খানের প্রয়ানে ওস্তাদজিকে স্মরণ করে তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানাল ‘আইটিসি সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমি’। এখানে দীর্ঘদিন সঙ্গীত সাধনা করেছিলেন ওস্তাদ রাশিদ খান। তাঁর মতো গুণী মানুষ অ্যাকাডেমিকে অন্যতম উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওস্তাদজির প্রয়াণে ‘আইটিসি সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমি’-র তরফে গভীর শোকপ্রকাশ করা হয়। সমবেদনা জানানো হয় সঙ্গীত শিল্পীর পরিবারকে।

# বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্মদিবস উদ্‌যাপন



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মেনে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মদিন ও জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন হল বেলুড় মঠে। শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় মঙ্গলারতির মধ্যে দিয়ে পূজার সূচনা করা হয়।

সারাদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। স্থানীয় স্কুল গুলির পক্ষ থেকে যাত্রীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেলুড়মঠ প্রদক্ষিণ করে। বেলুড় মঠে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বেলুড় মঠের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল মারফত এখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

# মরণোত্তর চক্ষুদান শিবির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম লাইফ লাইন সোসাইটি মরণোত্তর চক্ষুদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত মানুষদের জীবনে আলোর জন্য এই মহতী প্রয়াস। দীর্ঘ কয়েক বছরের চেষ্টায় এই সোসাইটি পূর্ণদৃষ্টি অ্যান্ড আই জেনারেল হাসপাতালের সহযোগিতায় এই শিবিরের আয়োজন করে। ঝাড়গ্রাম জেলা শহরে মরণোত্তর চক্ষুদান শিবির এই প্রথম। সোসাইটির সম্পাদিকা সুস্মিতা মণ্ডল শিবিরের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন বলেন, মানুষ একটু সচেতন হলেই কিছু মানুষের চোখে আলো ফেরানো সম্ভব। কৃত্রিম উপায়ে রক্ত যেমন তৈরি করা যায় না তেমনি চোখের কর্নিয়া তৈরি করা যায় না। জীবিত কালে অঙ্গীকার পত্রে মৃত্যুর পর চোখের কর্নিয়া দান করে যাওয়াই হল মরণোত্তর চক্ষুদান। সুস্মিতা মণ্ডল বলেন, সমাজের এই সব মানুষদের কথা ভেবে সমস্ত কুসংস্কার ভেঙে আমরা যদি এগিয়ে এসে মানুষকে বোঝাতে পারি তবেই এই শিবিরের সার্থকতা। এদিন উপস্থিত ছিলেন কাজল রায়, প্রভাত সুর। ছিলেন ঝাড়গ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারপার্সন কবিতা ঘোষ, ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিপ্লব শিট, কলকাতা থেকে আগত সুজাতা কারক, সোসাইটির সভাপতি জয়ন্ত গিরি ও অন্যান্যরা। শিবিরে ৫৫জন মরণোত্তর চক্ষুদান অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করেছেন।



**শুক্রবার রবীন্দ্র সদনের একতারা মঞ্চে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলায় কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে কথা সমন্বয়ে ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ হাসমত জালাল। এদিন প্রবীণ ও নবীন কবিরা তাঁদের কবিতা পাঠ করেন।**



**গত বুধবার ‘ভবিষ্যত ব্যবসার জন্য শিক্ষার গ্লোকালাইজেশন’ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল বেঙ্গল ক্লাবে। সেই অনুষ্ঠানে বেলজিয়ামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইয়েভেস লেটারমেকে স্মারক তুলে দিলেন এমসিসিআই-এর সভাপতি নমিত বাজোরিয়া। উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআই-এর কাউন্সিল অন হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান স্মরজিৎ মিত্র।**

# জলাশয় বন্ধ করার অভিযোগে বিক্ষোভ মালদার সাহাপুর পঞ্চায়েতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** গ্রামের একমাত্র জলাশয় বন্ধ করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালা সাহাপুর এলাকায়। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই এলাকায় একটি জলাশয় পূর্ণ খাস জমি রয়েছে। সেখানে গ্রামের মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে একটি কমিউনিটি হল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু সেই জলাজমিটি রাতের অন্ধকারে এলাকার মাটি মাফিয়ারা বেআইনিভাবে ভরাট করে দখল করতে চাইছে। এমনকী সংশ্লিষ্ট এলাকাতে মদের ঠেকের বিরুদ্ধেও এদিন সোচ্চার হন গ্রামের মহিলা থেকে সাধারণ মানুষ।

বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের সঙ্গে এদিন সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই পঞ্চায়েত সদস্য সমর্থন জানিয়ে সামিল হন। পুরো বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসীরা গণস্বাক্ষর সম্বলিত বেআইনি দখলদারির প্রতিবাদ জানিয়ে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এই জলাশয়টি রাতের অন্ধকারে মাটি ভরে বন্ধ করে দিচ্ছে স্থানীয় কিছু মাটি মাফিয়ার। রাস্তার শেষ প্রান্তে বন্ধ করে দিয়ে জলাশয়টি নিজের দখলে রাখতে চাইছে জায়গার মালিক ও তার দলবল। জায়গাটি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ভরাট করে করছে। এবিষয় নিয়ে এলাকাবাসীরা বাধা দিলে ওই জায়গার মালিক বাইরের লোক এনে প্রভাব খাটিয়ে এখানে মদের আসর বসাচ্ছে। এমনকী গ্রামের মহিলাদের কটূক্তি করা হচ্ছে। গত দু’দিন আগে ওই জায়গার মালিক নিজেদের নির্মীয়মান কাজ নিজেরাই ভেঙে ফেলে বেশ কিছু গ্রামবাসীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছেন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারী মহিলাদের বক্তব্য, এলাকার মানুষদের স্বার্থে একটি কমিউনিটি হল করার নেওয়া হয়েছিল ওই খাস জমিতে। কিন্তু একাংশ মাটি মাফিয়ারা গ্রামবাসীদের হুমকি দেখিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে।

সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই পঞ্চায়েত সদস্য মন্দিরা দাস মণ্ডল এবং শ্যামল মণ্ডল জানিয়েছেন, বালা সাহাপুর এলাকার এই জায়গা শেষ প্রান্তে ইংরেজবাজার শহরের এক বাসিন্দার জমি রয়েছে। তিনি তার জমির আড়ালে ওই জলাজমিটি ভরাট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এতেই পাল্টা কিছু মাটি মাফিয়ারা এখন গ্রামবাসীদের হুমকি দিচ্ছে। তাই এদিন গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আমরা পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ ২৭ পৌষ ১৪৩০ শনিবার

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম বার্ষিকীতে তাঁর বাসভবন সিমলার বাড়িতে অনুষ্ঠান। বীর সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা পড়ুয়াদের। ছবি: অদিতি সাহা

# স্বামী বিবেকানন্দর জন্মবার্ষিকীতে সিমলার বাড়িতে অভিষেক, শ্রদ্ধার্ঘ যুগনায়ককে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দর জন্মবার্ষিকীতে শুক্রবার তাঁর বাসভবন সিমলা স্ট্রিটে গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সিমলা স্ট্রিটের বিবেকানন্দ বাসভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহারাজরা তাঁকে স্বাগত জানান। বর্ষীয়ান মহারাজ অভিষেককে আশীর্বাদ করেন।

শুক্রবার বিকেলে সিমলা স্ট্রিটেবিবেকানন্দের সুউচ্চ মূর্তিতে মাল্যদান করে যুগনায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর তিনি বর্ষীয়ান মহারাজকে শাল ও ফুলের স্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। তাঁকেও পালটা উত্তরীয় পরিয়ে আশীর্বাদ করেন মহারাজ। সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে অভিষেক বলেন,

'সকলকে শুভেচ্ছা। প্রতিবার আমি স্বামীজির বাড়িতে আসি। আগামী দিন যেন সকলের ভালো কাটে। তাঁর মতাদর্শ যেন সকলে মেনে চলেন।'এর পরই পরোক্ষে বিরোধী দলনেতাকে বিঁধে অভিষেকের মন্তব্য, 'এখানে রাজনৈতিক কথা বলব না। রাজনৈতিক কথা বলা এখানে অশোভনীয়, অসমীচীন, দৃষ্টিকটু। তবে এখানে সকলের আসার অধিকার আছে।' এদিন সকালেই বিবেকানন্দের বাড়ি গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর সেখানে ইডির তল্লাশি নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'এসব তো হওয়ারই ছিল। সিবিআই আগে থেকে কোনও তথ্য পেলে তবেই ইডিকে তল্লাশিতে পাঠায়। এঁদের সবার কাছেই কোনও না কোনও গোপন ব্যাপার আছে। তাই ইডি অভিযান চালিয়েছে। ব্যাগ গোছান, শীতের পোশাক সঙ্গে নিন।' মনে করা হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে 'রাজনৈতিক কথা বলা অশোভনীয়' বলার মাধ্যমে আসলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুকেই বার্তা দিলেন তৃণমূল সাংসদ ।

## 'ভালো-মন্দের বিচার করে ভালোটা নেওয়ার চেষ্টা করুন' যুবদের বার্তা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে শুক্রবার খড়দার রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে এক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ঘটনাক্রমে এদিনই সকাল থেকে ইডি হানা চলেছে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বরানগরের বিধায়ক বিধায়ক তাপস রায়-সহ আর এক কাউন্সিলরের বাড়িতে। স্বামী বিবেকানন্দর জন্মবার্ষিকীতে আমন্ত্রিত বিচারপতি অবশ্য সযত্নে বিষয়টি এড়িয়ে যান।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বলেন, বিবেকানন্দের চিন্তা, ভাবনা ও দর্শন আজকের দিনে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বিচারপতির বার্তা, 'ভালো মন্দের তফাৎ করার কাজটা আরও ভালো করে করুন। ভালো-মন্দের বাছাই করতে শিখুন। ভালোটা নেওয়ার চেষ্টা করুন।' প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সময়ে মন্তব্য করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন তিনি বললেন, 'বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি। কিন্তু আজকের এই পূণ্যদিনে সেই সব রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই ভালো।'

স্বামীজীর চিন্তাভাবনা আজকের দিনে কতটা প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'স্বামীজি যেই সময় এসব চিন্তা-ভাবনা করতেন, তখন দেশ স্বাধীন হয়নি। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই মুহূর্তে দেশ বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেশের আরও কিছুটা এগোনো উচিত ছিল'। বিচারপতির বিশ্বাস, হয়তো আগামী দিনে সেটা সম্ভব হবে। বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি, স্বামীজীর বাণীপাঠ-সহ একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এদিন মহান পুরুষকে স্মরণ করা হয়। বিচারপতি ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান জয়ানন্দ মহারাজ-সহ বিশিষ্টজনেরা।

## বিবেক চেতনা উৎসব

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষে বিবেক চেতনা উৎসব হল ব্যারাকপুরে। সান্ধ্য সমিতি সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে চার দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর শুভ সূচনা হয় শুক্রবার। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি তথা ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস।

বিবেকানন্দ মূর্তিতে মালা দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিন আয়োজন করা হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা -২০২৪। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন সাংসদ অর্জুন সিং।

## শীতের পোশাক সঙ্গে নিন: শুভেন্দু ইডি হানা নিয়ে সরব কুণাল ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** যুব দিবসের সকাল থেকেই মন্ত্রী, বিধায়ক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইডির তল্লাশি। এ নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। পাল্টা আসবে বিজেপি।

এএকসঙ্গে তৃণমূলের মন্ত্রী, বিধায়ক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতে ইডির তল্লাশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিজেপির নির্দেশে এভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে বলে ফের দাবি করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, কেন শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে তল্লাশি হচ্ছে না? পালটা তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতাও। সুজিত বসুদের ইঙ্গিত করে বললেন, 'শীতের পোশাক সঙ্গে নিন।'

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, মানিক ভট্টাচার্য-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মানিক ভট্টাচার্য-সহ অনেকে ভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তারও হয়েছেন। শুক্রবার সাতসকালে আচমকা সুজিত বসু, তাপস রায়, সুবোধ চক্রবর্তীর একাধিক ঠিকানায় হানা দেয় ইডির আধিকারিকরা। একের পর এক তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা বিজেপির চক্রান্ত বলেই দাবি করলেন কুণাল ঘোষ। তৃণমূলের মুখপাত্রের অভিযোগ, 'এই অভিযান সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিজেপির নির্দেশে হচ্ছে। বিজেপি নেতারা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের লিস্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে ইডি-সিবিআইকে। তার পর তল্লাশি হচ্ছে। মানুষের মনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে নেতীবাচক ধারণা তৈরির চেষ্টা চলছে।' এর পরই কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, এফআইআরে নাম থাকা সত্ত্বেও কেন ইডি-সিবিআই শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে না?এদিকে তল্লাশি নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'চোরেদের বাড়িতে ইডি যাবে।' সূত্রের খবর, অয়ন শীলের বাড়িতে যে হার্ড ডিস্ক ও তালিকা পাওয়া যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআই হাই কোর্টে কেস করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা করে মামলা হয়। এখন পুরনিয়োগ মামলায় ইডি-সিবিআই তল্লাশি করছে।

## ইডির নজরে 'সুবোধ স্যার', ছেলে মেয়ের চাকরি কতটা স্বচ্ছ?

**নিজস্ব প্রবিদেন, কলকাতা:** পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার সকাল থেকে অভিযান চালাচ্ছে ইডি। সেই তালিকায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, বিধায়ক তাপস রায়ের পাশাপাশি ছিলেন উত্তর দমদম পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল চেয়ারম্যান সুবোধ চক্রবর্তী। শুক্রবার সকাল থেকে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডির টিম।

সুবোধ চক্রবর্তী যিনি প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি পেশায় একজন শিক্ষকও। বিরাটি খ লিশকোটা আদর্শ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই তিনি। মাস্টারমশাই হিসাবে এলাকায় বেশ নামডাকও রয়েছে তাঁর? এ হেন 'সুবোধ স্যর'-এর নাম নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়েছে বলে অভিযোগ। সুবোধের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে আরও। তিনি তাঁর ছেলে ও মেয়েকেও নাকি পুরসভায় চাকরি করিয়ে দেন। রাজনীতিতে উত্থান হতেই অনেকে এও বলছেন, মাস্টার নাকি রাজনীতির অঙ্ক-বিজ্ঞানের পাশাপাশি রাজনীতির রসায়নটাও বেশ বোঝেন।

তাঁদের দাবি, সে কারণেই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েই চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন। সুবোধ মাস্টার দীর্ঘদিন ওই এলাকায় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এলাকা যখন পঞ্চায়েতের আওতায় ছিল তখন তিনি থেকেই তিনি পঞ্চায়েতের সদস্য। পরবর্তীতে উত্তর দমদমে তৃণমূলের বোর্ড গঠন হওয়ার আগে অর্থাৎ বাম আমলে কংগ্রেসের হয়ে কাউন্সিলর ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়ে চেয়ারম্যান হন। পুরনিয়োগ তদন্ত শুরু হওয়ার আগে সুবোধের নাম তেমন বড় কোনও গোলমালের সঙ্গে জড়াতে শোনা যায়নি। কিন্তু তদন্ত শুরু হতেই ইমেজ 'ড্যামেজ' হতে শুরু করে। তদন্তকারীরা বলছেন, সুবোধ চেয়ারম্যান থাকার সময়ই নাকি অয়ন শীলের সংস্থা ওই পুরসভায় নিয়োগের দায়িত্বে ছিল। বেশ কিছু বেআইনি নিয়োগের অভিযোগও সেই সময় হয়েছে বলে দাবি এজেন্সির। সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিও তাদের কাছে এসেছে। পাশাপাশি এজেন্সির কাছে মাস্টারমশাইয়ের নাম করেছেন অয়ন শীল, এমনও খবর ইডি সূত্রে। কিন্তু মাস্টারমশাই তদন্তকারীদের কাছে দাবি করেছেন তিনি কিছুই জানেন না।

## গঙ্গাসাগরে অসুস্থ হয়ে পড়া প্রৌঢ়াকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে আনা হল কলকাতায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** গঙ্গা সাগরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক প্রৌঢ়া। শুক্রবার তড়িঘড়ি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে হাওড়ার ডুমুরজোলা হেলিপ্যাডে আনা হয় তাঁকে। সেখান থেকে গ্রিন করিডরের মাধ্যমে ওই অসুস্থ মহিলাকে কলকাতার বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর অসুস্থ ওই মহিলার নাম সুমিত্রা দেবী (৫৫)। ওই মহিলার বাড়ি বিহারের রামপট্টি এলাকাতে। তার বাড়ি থেকে গঙ্গাসাগরে পুণ্য স্নানের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন। হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়ার দরুন তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরের করা হয়। তাকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রক্রিয়াতে তার ছেলেও উপস্থিত ছিল বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, এই বছরের গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। মেলাতে জরুরি পরিষেবা সহ আসা পুণ্যার্থীদের যাতে নির্বিঘ্নে স্নানের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাসেবক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশপাশি হাওড়া সহ বাবুঘাট এলাকাতে থেকে গঙ্গাসাগরে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বাসের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। মেলা প্রাঙ্গণে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সহ যে কোনো আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সিভিল ডিফেন্সের বিশেষ দল মোতায়েন করা হচ্ছে। এছাড়াও গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা/শিয়ালদহ থেকে নামখ ানা-লক্ষ্মীকান্ত পুর বিভাগে পূর্ব রেল ১২ টি অতিরিক্ত লোকাল ট্রেন চালান হবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। এছাড়াও ওই বিভাগের তিনটি লোকাল ট্রেনকে নামখ ানা-লক্ষ্মীকান্ত পুর পর্যন্ত চালানো হবে।

এছাড়াও যাত্রীদের জন্য 'অনুসন্ধান কেন্দ্র', টিকিট বুকিং কাউন্টার, ট্রেন চলাচলের বিশেষ ঘোষণা করা হয়েছে রেলের পক্ষ থেকে। সুরক্ষা ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্টেশনগুলোতে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা সহ যাত্রীদের সহায়তা করতে প্রচুর সংখ্যাতে স্বেচ্ছাসেবক রাখা হচ্ছে।

## মেলায় অশান্তি, তিন দিন পর খাল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ তরুণের দেহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ তরুণের দেহ উদ্ধার হল খাল থেকে। সেই ঘটনায় দায়ের হল খুনের অভিযোগ। ঘটনাটি প্রগতি ময়দান থানা এলাকার চৌবাগা এলাকার। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন ১৯ বছরের বিশ্বজিৎ মণ্ডল। প্রগতি ময়দান থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও দায়ের করেছিল তাঁর পরিবার। এদিকে শুক্রবারই প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় খানা বেড়িয়া অগ্রগামী ক্লাবের পিছনের বাসন্তী হাইওয়ে খ ালের থেকে এক তরুণের দেহ উদ্ধার হয়। খোঁজ খবর করে জানা যায় সেটাই নিখোঁজ বিশ্বজিতের দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, পুজো উপলক্ষে পিসির বাড়ি ঘুরতে গিয়েছিল বিশ্বজিৎ। খানা বেড়িয়ায় শীতলা পুজো উপলক্ষে মেলাতে ঘুরতে গিয়েছিল সে গত মঙ্গলবার। সেই মেলায় গভীর রাতে ওই এলাকার বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কোনও কিছু নিয়ে বচসা হয়। সেখানে মারামারিও চলে পরিবারের অভিযোগ। পরিবার জানায়, মঙ্গলবার বাড়ি আসেনি বিশ্বজিৎ। এরপর পরিবারের লোকেরা বুধবার সকাল থেকে খে াঁজাখুঁজি করে। পাশাপাশি বিশ্বজিৎ-এর নিজের বাড়িতেও জানানো হয়। বুধবার খোঁজাখুঁজির পরেও না পাওয়ায় পরিবার প্রগতি ময়দান থানায় বিশ্বজিৎ মণ্ডলের নামে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।

সেই ঘটনার তিন দিন পরে তরুণের দেহ মিলল বাসন্তী হাইওয়ে ময়লাখালে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র ছিল বিশ্বজিৎ মণ্ডল। তার বাড়ি পূর্ব যাদবপুর থানা বুধেরহাট এলাকায়।

বাড়ি থেকে প্রগতি ময়দান থানায় এলাকায় পিসির বাড়িতে আসে। প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় যেখানে মেলা চলছিল, সেই মেলার পাশে খানা বেড়িয়া অগ্রগামী ক্লাবের পিছনের বাসন্তী হাইওয়ে খালের থেকে শুক্রবার দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, পিটিয়ে মারা হয়েছে বিশ্বজিৎকে। মুকুন্দপুর বোঝেরহাট এলাকার বাসিন্দা ১৯ বছরের ওই যুবক গত ৯ তারিখ পিসির বাড়িতে বেড়াতে আসেন। তারপর মেলা দেখতে যান। শোনা যাচ্ছে, ওই মেলায় কোনও একটি মেয়ের হাতে ছোঁয়া লাগে বিশ্বজিতের। সেই নিয়েই ঝামেলা শুরু হয়। মেলায় থাকা লোকজন বিশ্বজিৎকে মারধর করে।

## প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অতিরিক্ত চার্জশিট দিল সিবিআই

### নাম এমআর প্রস্তুতকারক সংস্থার দুই প্রধানের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** এসএসসির তিনটি মামলায় চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আলিপুর আদালতে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করল সিবিআই। তাতে নাম রয়েছে ওএমআর প্রস্তুতকারক সংস্থার দুই প্রধান কৌশিক মাঝি এবং পার্থ সেনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিতে পাতার চার্জশিটে সাক্ষীসংখ্যা প্রায় ৩০। ৯ জানুয়ারি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে সিবিআই জানিয়েছিল আগামী ১৪ জানুয়ারির মধ্যে তারা প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে নিম্ন আদালতে ওএমআর প্রস্তুতকারক সংস্থার দুই প্রধান কৌশিক মাঝি এবং পার্থ সেনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিতে চলেছে। ১২ তারিখ অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করল সিবিআই। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ওএমআর শিট কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে একাধিক তথ্য পেয়েছিল পুলিশ। বেশ কিছু জাল ওএমআরশিট উদ্ধারও হয়েছিল।

## সিজিও কমপ্লেক্সে ধৃত শঙ্কর আঢ্যর পরিবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্য। শুক্রবার ইডির তলবে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন শঙ্কর আঢ্যর মা, মেয়ে ও তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী। সূত্রের খ বর, কেন্দ্রীয় এজেন্সির অনুমান, রেশন দুর্নীতিতে জড়িত বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য ।

ইডি সূত্রের দাবি, শংকর আঢ্যর পাশাপাশি তার পরিবারের অন্যান্যদের নামেও এসএফএমসি কোম্পানির হদিস মিলেছে। শঙ্কর আঢ্যর মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, এমনকি শ্যালককে ডিরেক্টর বানিয়ে বিভিন্ন ফোরেক্স সংস্থার মাধ্যমে টাকা পাচার করেছেন তিনি। শংকর আঢ্যর পাশাপাশি তার পরিবারের অন্যান্যদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। এ বিষয়ে শঙ্কর আঢ্যকে মেডিক্যালের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি জানান, তদন্তের স্বার্থে যাকে খুশি ডাকতেই পারে এজেন্সি।

ইডির দাবি, রেশনে দুর্নীতির ৯ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা! এই অঙ্ক আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে ইডি! শঙ্কর আঢ্যর নিজের নামে রয়েছে এস আর আঢ্য ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড। তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না আঢ্যর নামে রয়েছে অর্পণ ফোরেক্স প্রাইভেট লিমিটেড। শঙ্কর আঢ্যর ছেলে শুভ আঢ্যর নামে রয়েছে শঙ্কর ফোরেক্স প্রাইভেট লিমিটেড।

## শীতের আমেজ থাকবে না বেশিদিন, বাধা হয়ে আসছে বৃষ্টি!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আবহাওয়ার বেশ বদল গত কয়েকবছরে সকলেই টের পাচ্ছেন। গরমে প্রবল গরম, আবার শীতে ঠান্ডা নেই। যদি শীত আসেও কনকনে ঠান্ডা কলকাতা কবে দেখেছে সেটাই আর মনে করা যায় না। এদিকে, বর্ষায় বৃষ্টি হয় না। হয় পুজোয়। আবার শীত, মানে রুখা মরশুম, সেখানেই আনন্দে ভাগ বসাচ্ছে বৃষ্টি।

আবহাওয়াবিদদের মতে, আবহাওয়া বদলে বিশ্ব উষ্ণায়ন গভীর প্রভাব ফেলছে। ফের শীতে বৃষ্টির পূর্বাভাস। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার থেকেই কলকাতা-সহ জেলার তাপমাত্রা কমেছে প্রায় তিন ডিগ্রি। শুক্রবার সন্ধেয় বেশ ঠান্ডা হাওয়ারও দাপট ছিল। আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস আগামী সপ্তাহের মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হতে

**বৃহস্পতিবার**

কলকাতার তাপমাত্রা ছিল

সর্বোচ্চ :২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস

সর্বনিম্ন :১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস

**শুক্রবার**

কলকাতার তাপমাত্রা ছিল

সর্বোচ্চ :২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস

সর্বনিম্ন :১৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস

তথ্যসূত্র : আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর

পারে। আর বৃষ্টি হলে শীতের পথে বাধা তৈরি হবে বলাই বাহুল্য।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পশ্চিম হিমালয় থেকে ঝঞ্ঝা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আর্দ্রতা ঢুকে আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ১৬ জানুয়ারি অর্থাৎ, মঙ্গলবার হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে জেলায়। ১৭ জানুয়ারি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি এবং কলকাতায়। এ ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি, অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায় মঙ্গলবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বুধ এবং বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং জেলায়। বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হতে পারে বলে সাবধান করেছে হাওয়া অফিস। তারা জানিয়েছে, কৃষকরা যেন ১৬ জানুয়ারির আগেই মাঠের ফসল কেটে ঘরে তুলে ফেলেন।

জানুয়ারি মাস পড়ে গেলেও চেনা শীতের দেখা মেলেনি চলতি মরসুমে। তাপমাত্রার পারদ ঘোরাফেরা করেছে ১৬ থেকে ১৭ ডিগ্রির আশপাশে। কিন্তু শুক্রবার থেকে কলকাতায় এক ধাক্কায় তাপমাত্রা কমেছে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর ফলে কনকনে শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু তা যে দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না, হাওয়া অফিসের বৃষ্টির পূর্বাভাসে তেমনই ইঙ্গিত।

## সম্পাদকীয়

# গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সচল রাখতেই হবে

দেশের মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী চার দশকে যে হারে লোকসংখ্যা বেড়েছে এবং দুনিয়া বদলে গিয়েছে যে গতিতে, কলকাতা মেট্রোয় তার ছোঁয়া লেগেছে সামান্যই। বস্তুত দিল্লি এবং দেশের অন্য মহানগরগুলি দেরিতে মেট্রো রেল পেয়েও পরিষেবার নিরিখে কলকাতাকে অনেকখানি পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। আজ কলকাতা এবং শহরতলিতে যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত কষ্টদায়ক মূলত এই কারণেই। কোনও সংশয় নেই যে, বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার নিদারুণ 'ঐতিহ্য'ই এর জন্য দায়ী। ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা প্রায় একা হাতে সামাল দিচ্ছে রাজ্যের সরকারি এবং বেসরকারি বাস পরিষেবা। ট্যাক্সি, অ্যাপ-ক্যাব, অটো রিকশ প্রভৃতিও গণপরিবহণের অংশ হিসেবে সচল বটে, যথেষ্ট নয়। আরও একটি কথা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে যে, ট্যাক্সি বা অ্যাপ-ক্যাবে যাতায়াতের সামর্থ্য বেশিরভাগ মানুষের নেই। ফলে দিনের কী শুরু আর কী শেষ, বস্তুত সকলেরই অগতির গতি বাস। আর অশান্তি সেখানেই। বেসরকারি বাসের সংখ্যা ভীষণ কমে গিয়েছে। কোনও কোনও রুটের বাস মাঝেমধ্যে রাস্তায় দেখে চোখ কচলে ভাবতে হয়, নম্বরটা ঠিক দেখছি তো! নিজের দিকেই প্রশ্ন ছুটে আসে, এই বাসটা উঠে গিয়েছে না? সবচেয়ে সমস্যা হয়, অফিস টাইমে;একেবারে বাদুড় ঝোলার মতো পরিস্থিতি। আর বেশি রাতে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের রীতিমতো অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়;লাস্ট বাস বেরিয়ে গিয়েছে কি না চলে তারই জল্পনা! শহর এবং শহরতলির সমস্ত বেসরকারি বাস সরকারি চার্ট মেনে ভাড়া নেওয়া বন্ধ করেছে করোনা পর্বেই। এনিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে কন্ডাক্টরের ঝামেলা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর বাকি থাকে সরকারি বাস। যত যাত্রী বাড়ছে সরকারি বাসও যেন তত কমছে। বেশ কিছু রুটে একটু রাত বাড়তেই ডুমুরের ফুল হয়ে যায় সরকারি বাস! একটু লম্বা রুটের বাসগুলিতে, সন্ধ্যার পর থেকে বহু যাত্রীকে রীতিমতো ঝুলতে ঝুলতেই যাতায়াত করতে দেখা যায়। তাই কলকাতা এবং শহরতলিসহ সারা রাজ্যের সর্বত্র গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে মোটামুটি 'সুস্থ' করে তোলার দাবি সকলের। দেরিতে হলেও উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। তিনটি সরকারি পরিবহণ সংস্থার মাধ্যমে রাস্তায় নামতে চলেছে শ'তিনেক নতুন বাস। এছাড়া বসে যাওয়া গাড়িগুলির মধ্যে থেকে চারশোর মতো বাস মেরামত এবং রং করে পরিবহণ সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই মোট সাতশো বাস শীঘ্রই যুক্ত হবে রাজ্যের গণপরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে। জনতার ভোগান্তি দূর করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ২০০ কোটি টাকা দিয়েছে। সমস্যা এতে কিছুটা কমবে বলেই আশা করা যায়।

## আনন্দকথা

**চাঁদনি ও দ্বাদশ শিবমন্দির**

মন্দিরতল মর্মর প্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙানো আছে — এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটি দ্বারবান পাহারা দিতেছে। অপরাহ্ণে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, তাই ক্যামবিসের পর্দার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটি পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরাআসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ওই চরণামৃত লইবেন। মন্দিরমধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে পূজারির কার্যে প্রথম ব্রতীহন — ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

*(ক্রমশঃ)*

## জন্মদিন

### আজকের দিন

*শক্তি সামন্ত*

১৯২৬ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শক্তি সামন্তের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট সন্তুরবাদক শিবকুমার শর্মার জন্মদিন।*

## বিশিষ্ট লেখিকা নবনীতা দেবসেনের ৮৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহের একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা

# 'যারা হাটকে যারা বাঁচকে, ইয়ে হ্যায় নোবেল মেরি জান'— যিনি লিখেছিলেন এই শিরোনাম

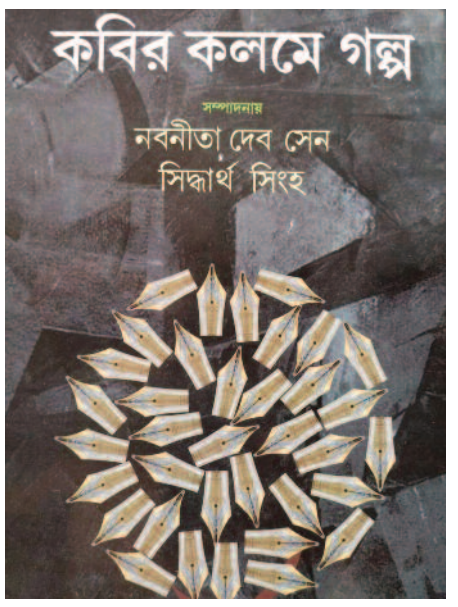


নবনীতাদির বাড়িতে কবে যে প্রথম গিয়েছিলাম, এখন আর মনে নেই। না, তখনও সিঁড়ি-লাগোয়া ইস্পাতের চ্যানেলে বসানো ইলেক্ট্রিকে টানা চেয়ারে করে তিনি ওঠানামা করতেন না।

তার পর মাঝে মাঝেই যেতাম 'সানন্দা' পত্রিকার জন্য কবিতা আনতে।

আমি তখন লীলা মজুমদার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে অনেকগুলো সংকলন যুগ্ম ভাবে সম্পাদনা করে ফেলেছি।

আনন্দ প্রকাশন থেকে আমাকে একদিন বলা হল, আমাদের কয়েকটা সংকলন করে দিন...

আমি বেশ কয়েকটা সংকলন করে দিলাম। হঠাৎ একদিন মনে হল, অনেক বিখ্যাত লেখকই তো কবিতা দিয়ে লেখালিখির জীবন শুরু করেছিলেন, আবার অনেক প্রথিতযশা কবিও এমন এক-একটা গল্প লিখে ফেলেছেন, যেগুলো যে কোনও প্রথম সারির গল্পকারের গল্পকেও হার মানাবে। আমি যদি সেই সব কবিদের গল্প নিয়ে একটা বড়সড় সংকলন করি, তা হলে সেটা নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যে একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। তাই না?

আমি না-হয় মূল কাজটা করলাম, কিন্তু সঙ্গে তো একজন সিনিয়ার কাউকে চাই। তখনই আমার মাথায় এল নবনীতাদির কথা। নবনীতাদিকে বলতেই, উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু সমস্যা হল, লেখক তালিকা নিয়ে।

আমি যাঁদের সঙ্গে এর আগে এবং পরবর্তিকালেও, যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছি, তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন চৌরঙ্গী-খ্যাত ঔপন্যাসিক শংকর, তেমনি ছিলেন সম্পাদকদের সম্পাদক, লেখকদের লেখক, লালবাঈ-খ্যাত রমাপদ চৌধুরীও। কিন্তু না, তাঁদের কারও সঙ্গেই লেখক-তালিকা নিয়ে আমার কখনও কোনও সমস্যা হয়নি। আমি যে লেখক তালিকা তৈরি করতাম, সবাই তা একবাক্যে মেনে নিতেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল নবনীতাদির সঙ্গে। এবং ওই সমস্যা, আমার সম্পাদনার জীবনে সেই প্রথম।

নবনীতাদি জানতেন, সম্পাদনায় আমার হাতেখড়ি হয়েছে রমাপদবাবুর কাছে। রমাপদবাবুকে উনি খুব ভাল করেই চিনতেন। রমাপদবাবুর কালীঘাটের বাড়িতে তাঁর ছোট মেয়েকে নিয়ে তিনি প্রায়ই আসতেন। সেই লোকটার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, উনি তা ভাল করেই*জানতেন। তবু...

যে দু'টি মানুষ রমাপদবাবুর অত্যন্ত কাছের ছিলেন, তার মধ্যে একজন আমি আর অন্য জন হলেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি। এ সব*জানার পরেও তিনি আমার লেখক-তালিকা নিয়ে ঘোরতর আপত্তি*জানালেন।

না, উনি কোন কোন নাম বাদ দিতে চেয়েছিলেন এবং কোন নামগুলো ঢোকাতে চেয়েছিলেন, সেই নামগুলো আমি আর উল্লেখ করতে চাই না। কারণ, তাঁরা অনেকেই স্বনামধন্য এবং কেউ কেউ জীবিতও। আর তার থেকেও বড় কথা, তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ মধুর। ফলে...

আমি শুধু নবনীতাদিকে বলেছিলাম, সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমার কিছু পলিসি আছে।

আমি তাঁদের লেখাই রাখব, যাঁদের বই ইন্ডিভিজুয়ালি তাঁদের নামে বিক্রি হয়। এবং তাঁদের লেখাই রাখব, যাঁরা সময়ের বিচারে এর মধ্যেই উতরে গেছেন। রাখব তাঁদেরই, যাঁরা ইতিমধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন। তার সঙ্গে এও বলেছিলাম, জীবিত লেখকদের লেখা রাখার ব্যাপারে আমি একেবারেই পক্ষপাতি নই। রাখলে প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের লেখাই রাখব। কারণ, বিখ্যাত সব লেখকদের কাছ থেকেই আমার লিখিত অনুমতি নেওয়া আছে।

আমি যখন আমার সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়তে নারাজ, তখন তিনি বললেন, তা হলে একটা কাজ করো, তুমিই যখন সব ডিসিশন নিচ্ছ, আমার নামটা আর রেখো না। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমাকে ও ভাবে তাকাতে দেখে তিনি বলেছিলেন, আর রাখলেও, তোমার নামটা আগে রাখো, আমার নামটা পরে।*

আমি যখন যাঁর সঙ্গে যৌথ ভাবে কোনও সংকলন সম্পাদনা করেছি, খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমার নামটা সব সময় তাঁদের পরেই রেখেছি। কিন্তু এ কী বলছেন তিনি!

তিনিও নাছোড়বান্দা। তাঁর জায়গা থেকে তিনিও কিছুতেই সরবেন না। অগত্যা দু'জনকেই কিছুটা সমঝোতা করতে হল। অবশেষে পঞ্চাশ জন কবির এক-একটা অনবদ্য গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল--- কবির কলমে গল্প।

নবনীতাদি, মানে নবনীতা দেবসেন থাকতেন দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কে। তাঁর বাড়ির নাম--- ভালো-বাসা। সেখানেই ১৯৩৮ সালের ১৩ জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহন করেন। বাবা ছিলেন বিখ্যাত কবি নরেন্দ্র দেব। মা রাধারাণী দেবী।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, লিলুয়ার যে 'দেবালয়' বাড়িতে নরেন্দ্র দেব আর রাধারাণীর বিয়ে হয়েছিল, সেটা ছিল বেশ বড় বাড়ি। ছিল বিশাল পুকুর। অনেকখানি জায়দা নিয়ে বাগান। সেখানে সব রকমের শাক-সবজিই হত। মাছও কিনতে হত না। বাড়িতে মুরগিও ছিল। ফলে বাজারও যেতে হত না খুব একটা। উপরন্তু যে বড় বড় ঘাস হত, সেগুলো রঘুভাই, মানে নবনীতাদিকে যিনি মানুষ করেছিলেন, সেই গুনিয়া ভাইয়ের দাদা— সে-ই ঘাস কেটে আস্তাবলে গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আসতেন।

সেই বাড়ি বিক্রি করেই হিন্দুস্থান পার্কের এই বাড়ি কেনা হয়। তত দিনে প্রথম সন্তানকে খুইয়েছেন নরেন্দ্র-রাধারাণী। জন্মের মাত্র কয়েক দিন পরেই সেই ছোট্ট প্রাণ চিরতরে নিভে গেছে। ভেঙে পড়ছে রাধারাণীর শরীরও। তাই নতুন বাড়িতে আলো-বাতাস খেলার পর্যাপ্ত অবকাশ রেখেছিলেন নরেন্দ্র। একদিন সেই দুঃসময় কেটে গেল। কোল আলো করে এল তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান--- খুকু। হ্যাঁ, জন্ম হল নবনীতার। কিন্তু রঘুভাইয়ের কাছে লিলুয়ার ওই বাড়ির গল্প শুনলেও, কেমন যেন বিশ্বাস হত না তাঁর। মনে হত রূপকথা। তাই অনেক বড় হওয়ার পরে তিনি একবার বাবা-মায়ের স্মৃতি বিজরিত সেই বাড়িটি দেখতেও গিয়েছিলেন।

যে বাড়িতে তাঁর মা রাধারাণী দেবী, দাদা-জামাইবাবুরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তিনি নিজের বিয়েতে নিজেই নিজেকে সম্প্রদান করেছিলেন।

আসলে মাত্র তেরো বছর বয়সে রাধারাণীর প্রথম বিয়ে হয়। সংসার কী; তা বুঝে ওঠার আগেই, বিয়ের এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এশিয়াটিক ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ। সে সময় তাঁর শ্বশুরবাড়ি, বিশেষ করে তাঁর শাশুড়ি তাঁ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে, আরও পরে, যখন তিনি পুরোমাত্রায় লেখালিখি করছেন, তখন 'কাব্য-দিপালী' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন নরেন্দ্রনাথ দেব। সেই কাজে সাহায্য করতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে রাধারাণীর। এর চার বছর পরেই দু'জনের বিয়ে।

প্রথম বিয়ের বৈধব্যের পর রাধারাণী নতুন জীবনে আনীতা হচ্ছেন দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নতুন নামকরণ করেছিলেন — নবনীতা। কিন্তু রাধারাণী দেবী তা প্রত্যাক্ষ্যাণ করেন। তিনি বলেন, আঠাশ বছর ধরে যে নামটা বয়ে বেড়াচ্ছি, যে নামে ইতিমধ্যে দু'-দুটো বই বেরিয়ে গেছে, সে নাম আর পাল্টাব না।

তাই নরেন্দ্র দেব আর রাধারাণীর যখন কন্যা সন্তান হল, তখন তাঁদের মেয়ের মাত্র তিন দিন বয়সে, সেই মেয়ের উদ্দেশে একটি চিঠি পাঠান রবীন্দ্রনাথ। তাতে তিনি লেখেন, যেহেতু প্রত্যাখ্যান করার মতো তুমি অত বড় হওনি, তাই তোমার নাম দিলাম — নবনীতা।

তারও কিছু দিন আগে, মানে এই নবনীতার জন্মেরও আগে, আরও অনেকের মতোই আরও একজন অবশ্য তাঁর নামকরণ করেছিলেন। তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন শেষ শয্যায়। সেই অবস্থাতেই বলেছিলেন, বলেছিলেন, তোমাদের যদি ছেলে হয়, তাঁর নাম রেখো, দেবদত্ত। আর মেয়ে হলে--- অণুরাধা। ছোট রাধা তো, তাই অণু, অণুরাধা। যদিও তিনি আর দেখে যেতে পারেননি এই মেয়েকে। কারণ, তার তিন দিন আগেই তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু না। শরৎচন্দ্রের দেওয়া মেয়ের সেই নাম আর রাখা হয়নি ওঁদের। স্থায়ী হল, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নামটাই। নবনীতা। তাঁর নামের প্রসঙ্গে উঠলেই নবনীতা তাই বলতেন, এই*নাম তাঁর 'না চাহিতে পাওয়া ধন।'

বাড়ির সাহিত্য আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা। গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে পড়াশোনা। পরে লেডি ব্রাবোর্ন, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং যাদবপুরে। তারও পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিসটিংশন নিয়ে আবারও এম এ। পি এইচ ডি করেন ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পোস্ট ডক্টরেট ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

১৯৭৫ থেকে ২০০২ সাল অবধি তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকা ছিলেন এবং বেশ কিছু কাল বিভাগীয় প্রধানও ছিলেন। এ ছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপেরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেও বেশ কিছু দিন তিনি পড়িয়েছেন। তাঁকে তুলনামূলক সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট জন হিসেবেই গণ্য করা হয়।

শুধু পড়াশোনাই নয়, পড়াশোনার বাইরেও খেলাধুলোর প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। দারুণ জিমন্যাসটিক*জানতেন। বাসকেটবল খেলতেন। সাঁতার কাটতেন। ইন্টার স্কুল স্পোর্টসে তাঁর ছিল বাঁধা পুরস্কার।

একবার কলকাতা বইমেলায় দেখা হতেই কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী বই কিনলেন?

উনি বলেছিলেন, বইমেলায় বই কিনে তো আমাদের কোনও লাভ নেই। এখানে টেন পার্সেন্ট দেয়। বাইরে থেকে কিনলে তো টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ফাইভ পাই। আব্দার করলে কেউ কেউ আবার আরও বেশি দেয়। বইমেলায় এলে একটাই লাভ। বহু পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে দেখা হয়। আলাপ হয়। এই বইমেলাকে কেন্দ্র করেই কত জনের সঙ্গে যে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, কী বলব!

যে বাড়িতে শুধু বাবা মা-ই নন, পিসি, মাসি, কাকা, জেঠা এবং বাবা-মায়ের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই লেখেন, সে বাড়ির বাচ্চাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ছোটরা তো পড়াশোনা করে। খেলাধুলো করে। বড়রা কী করে? তারা তো বলবেই — বড়রা শুধু লেখে।

নবনীতারও তাই মনে হয়েছিল। ফলে ছোটবেলাতেই কলম তুলে নিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের স্কুলের ম্যাগাজিন — 'সাধনা'য়। একই সঙ্গে ছাপা হয়েছিল বাংলা এবং ইংরেজি ছড়া ছাড়াও, কাল বৈশাখী ঝড় নিয়ে একটি প্রবন্ধ। তাঁর প্রথম বাণিজ্যিক কাগজে লেখা প্রকাশিত হয় মাত্র বারো বছর বয়সে — ভারতবর্ষে।

বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, ফরাসি, জার্মান, সংস্কৃত এবং হিব্রু ভাষাও তিনি বেশ ভাল ভাবেই*জানতেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয়' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯-এ। এবং প্রথম উপন্যাস 'আমি, অনুপম' ১৯৭৬-এ। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনি, উপন্যাস মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য — নব-নীতা, দেশান্তর, দ্বিরাগমন, অভিজ্ঞান, ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে, সীতা থেকে শুরু, নবনীতার নোট বই। এ ছাড়াও আছে--- ভ্রমণের নবনীতা, রঙ্কিণীর রাজ্যপট এবং অন্যান্য, অ্যালবাট্রস, হে পূর্ণ তব চরণের কাছে, তিতলি, স্বপ্ন কেনার সদাগর, পলাশপুরের পিকনিক।

তিনি দীর্ঘ দিন 'রামকথা' নিয়ে কাজ করছেন। সীতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রামকথার বিশ্লেষণ করেছেন। 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ' তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

কথা বলতে যেমন তিনি ভালবাসতেন, তেমনি ভালও বাসতেন মানুষকে আপন করে নিতে জানতেন।

১৯৬০-এ বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ (পরবর্তী কালে নোবেলজয়ী) অমর্ত্য সেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। যদিও এনগেজমেন্ট হয়েছিল বিদেশে। ১৯৫৯ সালে। সেই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল তাঁদের বাড়ির উল্টো দিকে, পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের দাপুটে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আর বিখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ি সান্যালের বাড়িতে। এই বিয়ের অনুষ্ঠান করার জন্যই পাশাপাশি এই দুই বাড়ির মাঝখানের পাঁচিল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

বিয়ের পরে তিনি যখন বিদেশে, সে সময় নবনীতা দেব থেকে তিনি প্রথম প্রথম নবনীতা ডি সেন লিখতে শুরু করেন। নাম হিসেবে নবনীতা, পদবি হিসেবে দেব, আর মধ্য নাম হিসেবে ডি। পরে আর 'ডি' নয়, পুরোপুরি — নবনীতা দেবসেন।

তাঁদের দুটি মেয়ে। বড় মেয়ে অন্তরা। পেশায় সাংবাদিক ও সম্পাদক। আর ছোট মেয়ে নন্দনা। অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী। এ ছাড়াও তাঁদের একটি মেয়ে আছে। পালিতা। যদিও তাঁদের সেই বিয়েটা টেকেনি। বিয়ের ষোলো বছর পর ১৯৭৬ সালে সেটা ভেঙে যায়।

পড়াশোনা এবং পড়ানোর ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু নবনীতার কলম কখনও থেমে থাকেনি। একের পর এক লিখে গিয়েছেন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস। রম্যরচনাতেও ছিল তাঁর নজরকাড়া মুন্সিয়ানা। শুধু লেখালিখি নয়, আকের সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর সঙ্গে 'সংলাপ' নামে একটি পত্রিকাও চালু করেছিলেন তিনি। যত্ন সহকারে সম্পাদনাও করতেন।

তাঁর ক্ষোভ ছিল, ইন্ডিয়ান লিটেরেচার বলতে ভারতীয়দের লেখা শুধু ইংরেজি বইগুলোকেই কেন বোঝাবে? বাকি ভাষাগুলোকে এ ভাবে আঞ্চলিক করে দেওয়ার প্রবণতা কেন? তিনি একবার বলেছিলেন, এর পর তো রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদও ব্রাত্য হয়ে যাবেন!

বলেছিলেন, ইংরেজিতে লিখলেই, সেটা যেন অত্যন্ত উচ্চমার্গের। লেখার মান যাই হোক না কেন, ওগুলোকেই পুরস্কার দিতে হবে। আর ওগুলোকে পুরস্কার দেওয়ার ফলে, বাংলা-সহ অন্যান্য ভাষাতেও যে অসামান্য এক-একটা সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, তা লোকচক্ষুর আড়ালেই চলে যাচ্ছে। লোকে ভাবছে, ওই ইংরেজিগুলোই বুঝি মূল ভারতীয় সাহিত্য। ফলে বিশ্বসাহিত্যের কাছে সত্যিকারের যে ভারতীয় সাহিত্য, তার মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। বুঝতে পারি না, ভারতীয় সাহিত্য বলতে ওগুলোকেই তুলে ধরা হচ্ছে কেন? লীলা মজুমদার কি কম বড় মাপের লেখিকা? এখনও তাঁর লেখা পড়লে মুগ্ধ হয়ে যাই।

ওঁর মনে হত, সিনেমা জগতের কাস্টিং কাউচের মতো আমাদের লেখালিখির জগতেও ওই সব ঢুকে পড়েছে। পুরুষরাই ডমিনেট করার চেষ্টা করছে মহিলা কবি-সাহিত্যিকদের। তাই তিনি গড়ে তুলেছিলেন, 'সই'য়ের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। যেটা মেয়েদের নিয়ে, মেয়েদের জন্য এবং মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

আফসোস করতেন, প্রকৃতির ওপর মানুষের অত্যাচার নিয়েও। প্ল্যাস্টিক ব্যবহার নিয়ে, বন কাটা নিয়ে, জলাশয় ভরাট নিয়েও সোচ্চার ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলতেন, ঋতুগুলো সব পাল্টে যাচ্ছে!

আত্মজীবনী মূলক রম্যরচনা 'নটী নবনীতা' গ্রন্থের জন্যে তিনি ১৯৯৯ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ২০০০ সালে পদ্মশ্রী সম্মান ছাড়াও পেয়েছেন মহাদেবী বর্মা ও ভারতীয় ভাষা পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও অজস্র পুরস্কার।

শুধু ভারতের তাবড় তাবড় কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গেই নয়, উমবের্তো একো, জাক দেরিদা, গুন্টার গ্রাস, নাদিন গর্ডিমার অ্যালেন গিনসবার্গ, কার্লোস ফুয়েন্তেস মার্গারেট অ্যাটউডের মতো দেশ-বিদেশের বিখ্যাত কবিনসাহিত্যিকদের সঙ্গেও তাঁর ছিল দারুণ সখ্যতা। আর সে জন্যই বোধহয় তিনি ছিলেন একদম ভয়ডরহীন অত্যন্ত স্মার্ট একজন মহিলা। স্মার্ট না হলে যে*শিরোনাম*লেখার আগে সদ্য লিখতে আসা বেপরোয়া, উদ্ধত ছেলেমেয়েরাও দশ বার ভাববে, ভাবলেও লিখতে সাহস পাবে কি না সন্দেহ, তিনি তা অবলীলায় লিখে দিতেন।

১৯৯৮ সালে অমর্ত্য সেন যখন নোবেল পেলেন, তার প্রায় বাইশ বছর আগেই তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তবু সেই নোবেল পুরস্কারের ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল অমর্ত্য সেনের প্রথমা স্ত্রী এই নবনীতাকেও। সে বছর একটি নামকরা সাহিত্য পত্রিকার পুজো সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন এক অসামান্য রম্যরচনা। আর তার শিরোনাম? এখনও চমকে দেবে বহু মানুষকে। তিনি লিখেছিলেন — যারা হাটকে যারা বাঁচকে, ইয়ে হ্যায় নোবেল মেরি জান।

এত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও একটা মানুষ যে এত রসিক, এত মন খোলা, দিলদার হতে পারেন, নিজেকে নিয়ে, এমনকী, নিজের ক্যানসার হয়েছে জানার পরেও, নিজের আসন্ন মৃত্যু নিয়েও কেউ যে এত মজা করতে পারেন, তা একমাত্র নবনীতাকে সামনে থেকে না দেখলে বা তাঁর লেখার নিমগ্ন পাঠক না হলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না।

এই*তো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার কয়েক দিন আগে তিনি একটি দৈনিক পত্রিকায় লিখেছিলেন — যে সব মানুষ আমাকে একবারও চোখে দ্যাখেনি, দূর দূর গ্রাম থেকে ছুটে আসতে চাইছে একবার শেষ দ্যাখা দেখতে; আরে, এটাই শেষ দ্যাখা, তোমায় কে বলল? এই যে এত লম্বা জীবনটা কাটালুম, তার একটা যথাযথ সমাপন তো দরকার! পাঁজিপুঁথি দেখে, শুভ দিন, শুভ লগ্ন স্থির করে, স্বজনবান্ধবকে নেমতন্ন খাইয়ে তবে তো শুভযাত্রা!

নিজেকে নিয়ে, নিজের মৃত্যুকে নিয়ে এ ভাবে রসিকতা করার মতো স্পর্ধা বোধ হয় একমাত্র তাঁকেই মানায় আসলে নবনীতা হল এমন এক জন, যাঁর পুরো পরিবারটাই বিখ্যাত! বাবা বিখ্যাত, মা বিখ্যাত, স্বামী বিখ্যাত, মেয়েরাও যথেষ্ট খ্যাতিমান।

কিছু দিন আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কলকাতায় এসেছিলেন অমর্ত্য সেন। নবনীতাদি শুধু আমাকেই যেতে বলেননি, আমার ছেলেকেও নিয়ে যেতে বলেছিলেন। এসেছিল নবনীতাদির মেয়ে-জামাইও। দারুণ জমে উঠেছিল সে দিন।

নবনীতাদি চলে যাওয়ার দু'দিন আগেও গিয়েছিলাম 'ভালো-বাসা'য়। আমার সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় হাইকমিশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ভারত বিচিত্রা'র সম্পাদক নান্টু রায়। না, ওঁর তখন ওঠার মতো অবস্থা ছিল না। আমি নবনীতাদিকে লাস্ট দেখেছিলাম, সদ্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় যে দিন ওঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, সে দিন।

তিনি একদিন আফসোস করে বলেছিলেন, আমি খুব ঘুরতে ভালবাসি। যদিও সারা পৃথিবী উনি যে কত বার ঘুরেছেন, তার কোনও ঠিক নেই। নবনীতা ছিলেন এক বর্ণময় চরিত্র।

দীর্ঘ দিন হাঁপানিতে ভুগেছেন। ইনহেলার নিয়ে ঘুরতেন। অথচ শরীর নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলতেন, না না, ও কিছু না। আসলে, শারীরিক কোনও সমস্যাকেই উনি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইতেন না। এইড় যেমন, আলাস্কার মতো জায়গায় ওঁর মতো একজন হাঁপানি রোগী দুম করে ঘুরতে চলে গেলেন। একবার নয়, একাধিকবার আলাস্কায় গিয়েছিলেন তিনি। ভাবা যায়!

তবু কথায় কথায় বলতেন, আমার খুব ইচ্ছে ছিল ইজিপ্টে যাওয়ার। সাউথ আফ্রিকা যাওয়ার। কায়রো যাওয়ার। অবশ্য কায়রো বিমানবন্দর অবধি আমি গিয়েছি। কিন্তু নেমে ঘোরা হয়নি। আর এখন যা পায়ের অবস্থা, মনে হচ্ছে আন্দামানও আমার দেখা হবে না!

কিছু দিন আগে নবনীতাদির বাড়িতে আমার এক বাংলাদেশি লেখক-বন্ধুকে নিয়ে আচমকাই হাজির হয়ে ছিলাম ভরদুপুরে। আমি ফোন-টোন না করে এ রকমই হুটহাট চলে যেতাম। সে দিনও গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ গল্প হল। উঠে আসার সময় আমার সেই বন্ধুটি বলল, দিদির সঙ্গে একটা ছবি নিয়ে নিই...

না, তরুণরা কেউ কিছু বললে উনি কাউকেই নিরাশ করতেন না। কিন্তু সে দিন তিনি বললেন, না, আজ থাক। ছবি তুলে কী হবে? আর ক'দিন পরে তো এমনিই ছবি হয়ে যাব।

সে দিন এই কথাটার মানে বুঝিনি। আজ বুঝতে পারছি। ভীষণ ভাবে বুঝতে পারছি।

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীর ৩০০ ফুট বাঁধ ভাঙন, তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীর কংক্রিটের বাঁধে ভাঙন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেব খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামাপুরে তিন নদীর মোহনায়। রায়মঙ্গল নদীর বাঁধ ভাঙল প্রায় ৩০০ ফুট। শুক্রবার ভোররাতে নদীর বাঁধ ভাঙায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মাধবকাঠি, কাঁঠাল বেরিয়া, রমাপুরসহ একাধিক গ্রামের মানুষ। খবর পেয়েই সেচ দপ্তরে আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে দেয়। স্থানীয় পঞ্চায়েতে পক্ষ থেকেও ত্রিপল



মাটির বস্তা বাস পাইলিং দিয়ে প্রথম পর্যায়ে বাঁধ মেরামতি কাজ শুরু করে। তবে শীতকালে বাঁধ ভাঙায় রীতিমতো আতঙ্কিত মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে কৃষকরা। তাদের দাবি, শীতকালে বাঁধ ভাঙা খুব কমই হয়। কি করে ভাঙল বুঝতে পারছি না। একদিকে নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে না দীর্ঘদিন বাদ সংরক্ষণ না হওয়ার ফলে দুর্বল বাঁধ হয় ভেঙে গেল এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রমাপুর গ্রামে। পাশাপাশি নদীর পাশ দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার ইটের রাস্তা নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে। যার কারণে যাতায়াত থেকে শুরু করে গ্রামবাসীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতে পারে। হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মানুষদের ভরসা দেন। তিনি জানান, কাজ শুরু হয়েছে। এলাকা প্লাবিত হওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। সকলে একযোগে কাজ করছে। কেন এভাবে বাঁধ ভাঙল তা খতিয়ে দেখা হবে।

# চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, প্রসূতির মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা হাসপাতাল চত্বরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** প্রসূতির মৃত্যুকে ঘিরে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে চরম বিক্ষোভ দেখালেন রোগীর আত্মীয় থেকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। শুক্রবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে। ঘটনার খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশের সামনেই দীর্ঘক্ষন ধরেই বিক্ষোভ দেখান মৃত গৃহবধূর পরিবার ও পাড়া প্রতিবেশীরা। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম অনিমা পাল (২০)। তার বাড়ি ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহান্ন বিঘা এলাকায়।

মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগে মৃত গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা



জানিয়েছেন, গত সপ্তাহের রবিবার মালদা মেডিক্যাল কলেজের মাতৃমা বিভাগে ভর্তি হন অনিমা। সেদিন গভীর রাতে একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন তিনি। পরিবারের অভিযোগ, এরপর কাউকে কিছু না জানিয়ে সোমবার রাতে আবার ওই মহিলার অস্ত্রপচার করা হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, দ্বিতীয়বার অস্ত্রপচার হওয়ার পরই তাদের রোগীকে ভেন্টিলেশনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় রোগীর রক্তের প্রয়োজন রয়েছে। সেই মতো রক্তের যোগান দেন পরিবারের সদস্যরা। টানা চার দিন ভেন্টিলেশনে থাকার পর শুক্রবার সকালে ওই গৃহবধূর মৃত্যুর কথা পরিবারের লোকেদের জানিয়ে দেয় মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এরপরই বিষয়টি জানাজানি হতেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মাতৃমা বিভাগের সামনে বিক্ষোভ দেখান মৃতের আত্মীয়-স্বজনের।

এদিকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং একাধিক অভিযোগ তুলে অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রাও সোচ্চার হন এদিন। মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা পার্থ প্রতিম মুখার্জি জানিয়েছেন, এব্যাপারে কিছু জানা নেই। যদি কোনও অভিযোগ হয় বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

# পুরশুড়ায় বনভোজনের সময় পিটিয়ে খুন বন্ধুকে, ধৃত মূল অভিযুক্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** রাতের বেলায় বনভোজন করার সময়ে খাবার নিয়ে বচসা। আর সেই বচসার জেরে পিটিয়ে খুন। এমনই অভিযোগ উঠেছে পুরশুড়ার নিমডিঙি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সঞ্জয় ভক্ত (৪৪)। তার বাড়ি এই এলাকাতেই। এদিকে ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত বাবুরাম সর্দারকে গ্রেপ্তার করেছে পুরশুড়া থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। জানা গিয়েছে, এরা পেশায় মাইক ম্যান অর্থাৎ এরা বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠানে মাইক বাজাতে যায়। জন মজুরের কাজ করেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পুরশুড়ার নিমডিঙি এলাকায় কয়েকজন মিলে বনভোজন করছিলেন। রান্নাবান্না ঠিক ঠাক হলেও খাওয়ার সময়েই গন্ডগোল হয় ওই দু'জনের মধ্যে। খাবার কম বেশি নিয়ে বাবুরামের সঙ্গে সঞ্জয়ের তর্ক বির্তক শুরু হয়।



তীব্র বচসা হয়। অভিযোগ সেই সময় হঠাৎই বাবুরাম সর্দার সঞ্জয়কে মারধর শুরু করে। হাতাহাতি হতে হতে লাঠি দিয়ে সঞ্জয়কে মারতে থাকে বাবুরাম। অপর কয়েক জন ছাড়ানোর চেষ্টা করলেও একে অপরের সঙ্গে হাতাহাতি হতেই থাকে। বাবুরাম কাঠ দিয়ে মাথায় ও মুখে মারে বলে অভিযোগ। আর তাতেই সঞ্জয় লুটিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বাবুরাম সহ অন্যরা এলাকা ছেড়ে পালায়। সারারাত সঞ্জয়ের নিথর দেহ পড়ে থাকে। সকাল হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পায় সঞ্জয়ের নিথর দেহ। তারাই পুলিশকে খবর দেয়। তড়িঘড়ি পুলিশ এসে তার দেহ উদ্ধার করে। এরপরেই পুলিশ বাবুরামদের অনুসন্ধান করা শুরু করে। অবশেষে এদিন বিকালে তাদের ধরে পুলিশ। পুলিশের জেরায় বাবুরাম স্বীকার করে যে ওই ঘটনা সে ঘটিয়েছে। পুলিশ বাবুরামকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, ধৃত বাবুরামের বাড়ি বাঁকুড়ায়। পুরশুড়ার নিমডিঙি এলাকায় মাইক ম্যানের কাজ করেন। আর সঞ্জয়ের বাড়ি নিমডিঙিতেই। তার স্ত্রী থাকলেও বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে তিনি থাকেন না। এক ছেলে ভিন রাজ্যে থাকে। আর এক মেয়ে আছে। তারও অন্যত্রে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যদিও ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে বাবুরামই তাকে মারধর করেছে যার জেরে সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছে। পুরশুড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত বাবুরামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর সঞ্জয়ের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। শনিবার ধৃতকে কোর্টে তুলবে বলে জানা যায়।

## স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** স্বামী বিবেকানন্দর ১৬২ তম জন্মদিবস পালন করল ইংরেজবাজার পুরসভা ও মালদা রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ রামকৃষ্ণ মিশন রোড এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণবয়ব



মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরুপানন্দজী মহারাজ সহ অন্যান্য মহারাজ ও জনপ্রতিনিধিরা।

এরপর মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শহরে একটি প্রভাত ফেরীর আয়োজন করা হয়। প্রভাত ফেরীতে পা মেলায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজী, রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী সহ বিভিন্ন সাজে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজীর ছবি ও বাণী লেখা প্লাকার্ড হাতে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় স্কুলের পড়ুয়ারা। সারা শহর পরিক্রমা করে প্রভাত ফের শেষ হয় রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গনে।

অন্য দিকে এদিন স্বামী বিবেকানন্দর ১৬২ তম জন্ম দিবস পালন করলো মোদিপুকুর বিবেকানন্দ ক্লাব। এদিন তারা প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দর ছবিতে ফুল ও মাল্যদান করার পরে, ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের করে। সেই র্যালি, বামনগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে যায়। সেখানে হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করেন।

**সংশোধনী**

ফর্ম এ অনুযায়ী মেসার্স বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস লিমিটেড সম্পর্কিত ১০ জানুয়ারি, ২০২৪ প্রকাশিত বিষয় - **অনুগ্রহ করে পড়ুন** সিন নং: ইউ৫১১০৯ডব্লুবি১৯৯১পিএলসি০৫৩৪৪২-**পূর্বের প্রকাশিতর পরিবর্তে।**

তারিখ : ১৩.০১.২০২৪ অভিষেক গুপ্তা
স্থান : কলকাতা অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার
মেসার্স বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস লিমিটেড
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং :
আইবিবিআই/আইপিএ-০০৩/আইপি-এন০০০১৩৫/২০১৭-২০১৮/১১৪৯৯

**নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত **আইটিসি লিমিটেডের** শেয়ার সার্টিফিকেটসমূহ, রেজিস্টার্ড অফিস : **ভার্জিনিয়া হাউস, ৩৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭১,** হারিয়ে/স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোম্পানি উক্ত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির পরিবর্তে তার বিকল্প সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়াধীন, নথিভুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণের অনুরোধক্রমে এবং বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর বিষয়টি কার্যকর করা হচ্ছে।

| ফোলিও নং | নথিভুক্ত শেয়ারহোল্ডারের নাম | শেয়ার সার্টিফিকেট নং | ডিস্টিংটিভ নং | শেয়ারের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ২১/২৫৪১৫ | রাঘবীর সিং বেদি | ৬০২৪৭<br>১২৬৪৭২<br>১৯৩৯৪৯ | ৯৬০৭১৯৭১<br>৯৬০৭২০৯০<br>২৫৫১৪৬৯১৩১<br>২৫৫১৪৬৯১৯০<br>৩৯২০৪৮৭০৫৯<br>৩৯২০৪৮৭২৩৮ | ১২০<br>৬০<br>১৮০ |

কোনও ব্যক্তির উক্ত শেয়ার সম্পর্কে বৈধ দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির কর্পোরেট অফিসে জানাতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোম্পানি বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে এবং পরবর্তীতে কোন্য দাবি গ্রাহ্য হবে না।

স্থান : নিউ দিল্লি শেয়ারধারীর নাম :
তারিখ : ১২/০১/২০২৪ **রাঘবীর সিং বেদি**

**অন্তরং ফাইন্যান্স লিমিটেড**
CIN: U65993WB1993PLC060271
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪ রিপন স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা ৭০০০১৬
টেলিফোন: (০৩৩) ২২২৯-৭৯৪০/৬৩৮৫
ই-মেল: antrang.kol@gmail.com

**নোটিস**

মাস্টার ডিরেকশন - রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি - স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশনস, ২০২৩ অনুসারে এতদ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, কোম্পানির নন-এগজিকিউটিভ নন-ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর রূপে শ্রী আর্য মুখার্জিকে নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।

পরিচালকমণ্ডলীতে উপরোক্ত পরিবর্তনে কোম্পানির শেয়ারধারণে কোনও প্রভাব পড়বে না বা কোম্পানির বিক্রি/স্বত্ব হস্তান্তর/ পরিচালনাও কোনও প্রকারে প্রভাবিত হবে না।

অন্তরং ফাইন্যান্স লিমিটেড
জে. আগরওয়াল
ম্যানেজার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ১২ই জানুয়ারি, ২০২৪

**WANTED**
**Remuneration - ₹ 20,000/- p.m. (Consolidated)**

**KEERTIKA ACADEMY PVT. LTD.HIRING FOR VOCATIONAL TRAINERS IN GOVT. SCHOOLS UNDER CSS-VSE OF WEST BENGAL**
Requires professionally qualified Vocational Trainers on Contractual basis/Purely on temporary basis in Govt. schools under CSS-VSE of West Bengal to implement CSS-VSE. Candidates must be domicile of West Bengal.

| Sector | No of Vacancy | Trainer Qualification (s) |
|---|---|---|
| BANKING, FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE | 40 | Post-graduation in commerce/management/ finance from a recognized institute/university, with at least one year work experience |
| TOURISM & HOSPITALITY | 40 | Diploma/Degree in Hotel Management from a recognized Institute /University, with at least 5 years' work/teaching experience in Food and Beverage service including one year as supervisory capacity in a classified Hotel or Facility Management Company. OR Any one of the following: 1. Post-graduation in Travel and Tourism Management or in Tourism and Hospitality from a recognized Institute /University, with at least 1 year work experience. 2. Three years degree /diploma after class XII, in Tourism and travel management from any recognized institute of Hotel Management from a recognized Institute /University, with at least 3-years industrial experience. |

**This is a Purely private job. If you are selected for this job, then you will be an employee of Keertika Academy Pvt. Ltd.
**Age:** 18-40 years (As on 31st December, 2023). Age relaxation to be provided as per State Govt. Rules.
Interested candidates may apply through the link
**https://forms.gle/wtUPxiHH8v8HAWxUA**
With their Bio-Data, all Educational qualifications and Aadhar Card within
**21-01-2024**
Short listed candidates will be intimated through E-Mail / SMS / Whatsapp.
For more information contact: **9337717956/6290171601**

# ইডি সিবিআই দিয়ে মানুষের কণ্ঠরোধ করা যাবে না: পার্থ ভৌমিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর:** ইডি সিবিআই দিয়ে মানুষের কণ্ঠরোধ করা যাবে না, আগামী ২৪ এ ব্যালেট বাক্সে মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার প্রতিবাদ করবে অশোকনগরে এসে এমনটাই মন্তব্য সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। আরও বলেন, সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইডি সিবিআইকে ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যবহার করছে যাতে বিরোধী বলে কিছু না থাকে। দু'চার জন, দশ জন, কুড়ি জন, পঞ্চাশ জন নেতার কণ্ঠরোধ করে সাধারণ মানুষের কণ্ঠ রোধ করা যাবে না গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর প্রতিবাদ ২০২৪ এ হবে ব্যালট বাক্সে। শুভেন্দু অধিকারীর কম্বল তৈরি রাখার মন্তব্যের প্রসঙ্গে বলেন, আপনারা এবার বুঝে দেখুন ইডি সিবিআই বিজেপি চালাচ্ছে।

# বিবেকানন্দের জন্মদিনে ফুটবলেই মেতে আমতা

**মনোজ চক্রবর্তী**

**আমতা:** যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য সেই কবে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে অনেক দ্রুত স্বর্গকে জানা যাবে। বলাই বাহুল্য সাম্প্রতিক সময়ে বিবেকানন্দের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতেও তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বিবেকানন্দের অনুগামীদের অভিযোগ, বিবেকানন্দকে নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করছে রাজনৈতিক কারবারিরা। কিন্তু শুক্রবার সেই বিবেকানন্দের ফুটবল খেলার ওপর গুরুত্বকে নিদর্শন করে মেতে থাকল আমতার প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ।

জানা গিয়েছে, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাঝির অনুগামীদের উদ্যোগে এমএলএ গোল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত দেড় মাস ধরে। সুপ্রভাত ছিল এই গোল্ডকাপের ফাইনাল। টান টান উত্তেজনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় খেলাটি। আমতা স্পোর্টিং মাঠে পারিজাত ফুটবল ক্লাব এবং আমতা স্পোর্টিং ক্লাব ফাইনালে



অংশগ্রহণ করে। এই খেলায় আমতা স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে জয়ী হয়।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগে বিবেকানন্দের এই উক্তির ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতির পারদ চড়েছিল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিবেকানন্দের বিষয়ে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে লোকসভা নির্বাচনের আগে অল আউট সমালোচনা শুরু করে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার ফুটবলকে সামনে রেখে তীব্র জনসংযোগ গড়লেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. নির্মল মাজি।

# জাতীয় যুব দিবসে যুব সম্মেলন কামারপুকুর মঠ ও মিশনে

**মহেশ্বর চক্রবর্তী**

**হুগলি:** হুগলি জেলার কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল জাতীয় যুব দিবস। এদিন সকাল ৮ টায় শোভাযাত্রা শুরু হয় মঠের বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে। সাধু, ব্রহ্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী ও ভক্তবৃন্দরা এই শোভাযাত্রায় সামিল হন। এলাকার প্রায় ১৩ টি স্কুলের ছাত্র ছাত্রী এই শোভাযাত্রা অংশ গ্রহণ করে। কামারপুকুর চটিতে স্বামী বিবেকানন্দর পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে ফুল, মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মঠের সন্ন্যাসীরা। এই উপলক্ষ্যে ফুল দিয়ে সাজানো হয় মঠ এবং কামারপুকুর চটিতে থাকা বিবেকানন্দর বেদী। শোভাযাত্রা শেষে ছাত্র ছাত্রী ও ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি দুপুরে অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ঠাকুর রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও বিবেকান্দের মূর্তিতে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং মঠের মধ্যে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বৈদিক ও স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করে। বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়। স্বামীজির জীবনী ও বাণী নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন যুব সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে সভাপতির ভাষণ দেন পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে আগত বিশিষ্ট মানুষ স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজি মহারাজ বলেন, স্বামীজির জন্মদিনকে ভারত সরকার ইতিমধ্যেই জাতীয় যুব দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতি বছরের মতো এবছরও মঠ ও মিশনের তরফে যুব দিবসকে সামনে রেখে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে ছাত্র ছাত্রীরা মঠের স্কুল থেকে শোভাযাত্রা সহকারে কামারপুকুর চটির বিবেকানন্দের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অপরদিকে আরামবাগের পৈশাড়া থেকে কামারপুকুর মঠে আগত এক পূণ্যার্থী রমা ঘোষ বলেন, এই বিশেষ দিনে কামারপুকুর মঠ ও মিশনে আসতে



পেরে ভালো লাগছে। জাতীয় যুব দিবসে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানালাম। পাশাপাশি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ ও মা সারদাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করলাম। সমাজ কল্যাণে ওনাদের অবদান চির স্মরণীয়। গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার বলেন, প্রতি বছরই এই পবিত্র দিনে মঠে আসি। ভারতের বীর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। তার পায়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। যখনই কামারপুকুর মঠ ও মিশনে আসি তখনই মন শান্তিতে ভরে যায়। তাই এই বিশেষ ও পবিত্র দিনে মঠে এসেছি। সবমিলিয়ে এদিন কামারপুকুর মঠ ও মিশন জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে ভক্তদের আগমন ছিল চোখে পড়ার মতো।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ
৮, জি. টি. রোড, উদরেজ ভবন
১ম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ইমেল : apcargarden.asansol@indianbank.co.in

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ**

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ৩১.০১.২০২৪ তারিখে (ক্রম নং ১ এবং ২) এবং ২১.০২.২০২৪ তারিখে (ক্রম নং ৩) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নে বর্ণিত বকেয়া সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

| ক্রম নং | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক) ঋণগ্রহীতা : **১. মেসার্স এ এম পি এম সার্ভিস স্টেশন, স্বত্বা : নাদিম ইকবাল** পিতা আবদুল জব্বর, ৭০ ডা. এম এন সাহা রোড, হাটন রোড, অমরসরিয়া এনক্লেভের নিকট, আসানসোল , পিন : ৭১৩৩০১। **২. নাদিম ইকবাল (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা আবদুল জব্বর হাটন রোড, আসানসোল, পিন: ৭১৩৩০১। **জামিনদাতা : সৈয়দ মহ রইস** মসজিদ বাড়ি লেন,আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০১। **খ) আপকার গার্ডেন শাখা** | ফ্ল্যাট নং এ-২, ২য় তল, অবস্থিত এম এফ প্লাজা, এস পি মুখার্জি রোড, আসানসোল, মুরগাসোল গুরুদ্বারার নিকট,পুরানো ওয়ার্ড নং ১৯, এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৪১, আসানসোল পুরসভা কর্পোরেশন, জেএল নং ৩৫, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট, সমুদয় অংশ প্রেমিসেস জমির পরিমাণ এরিয়া ২৮ ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ৯৫১ অংশ , আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, এলআর প্লট নং ১১৪৪, এলআর খতিয়ান নং ২৩১৯, পাঁচতলা বসবাসের (জি-৪) তথা বাণিজ্যিক ভবন উল্লেখ্য দান দলিল নং ৮৫৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক এবং শ্রী আর পি শাউ এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : শ্রী কালীদাস ভট্টাচার্যর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড সমন্বিত। | **১,০১,৮৯,১২৩.০০ টাকা** (এক কোটি এক লাখ উননব্বই হাজার একশ তেইশ টাকা) **১১.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ১২.০১.২০২৪ থেকে | **ক) ১২,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) **খ) ১,২৫,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50435052623** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত** |
| ২ | ক) ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স সায়ন অটো সেন্টার, স্বত্বা : শ্রী তাপস আচার্য,** পিতা শ্রী নিরোদবন্ধু আচার্য, নবীনপল্লি, মহীশিলা, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩। **জামিনদাতা : শ্রীমতি মুনমুন আচার্য** স্বামী শ্রী তাপস আচার্য নবীনপল্লি, মহীশিলা, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩। **খ) আপকার গার্ডেন শাখা** | সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ২ কাঠা কমবেশি জমি সম্পত্তি শ্রী তাপস আচার্যর নামে, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং : ১-৮৯২৩ তারিখ ০৪.৮.২০১২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও- আসানসোল, অবস্থিত মৌজা-মহীশিলা, জেএল নং ৩৭, এলআর প্লট নং ৪৯৩/৩৫৮২, এলআর খতিয়ান নং ১২৮১, ওয়ার্ড নং ৩৬-আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে সত্রী মাজির সম্পত্তি, দক্ষিণে : সাজোনি সেন এবং ভানু ভদ্রর সম্পত্তি, পূর্বে : শ্রী পি বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রী রণজিৎ মজুমদারের সম্পত্তি সমন্বিত। | **৮২,২৬,৬৭৯.০০ টাকা** (বিরাশি লাখ ছাব্বিশ হাজার ছশো উনআশি টাকা) **১০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ১১.০১.২০২৪ থেকে | **ক) ১৫,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (পনের লাখ টাকা) **খ) ১,৫০,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50259298690** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত** |
| ৩ | ক) ঋণগ্রহীতা : **১. মেসার্স সূর্য ডিজিটাল সার্ভিস স্বত্বা : শ্রী রীতেশ বর্মা** পিতা শ্রী বিজয় কুমার বর্মা **২. শ্রী রীতেশ বর্মা (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী বিজয় কুমার বর্মা **জামিনদাতা : শ্রীমতি রশ্মি বর্মা** স্বামী শ্রী রীতেশ বর্মা **সকলের ঠিকানা :** শশী শান্তি সদন, গ্যাস গোডাউনের বিপরীতে, পূর্বাশা কলোনি, পো : উষাগ্রাম, থানা : আসানসোল, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধীন, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০৩। **খ) আপকার গার্ডেন শাখা** | বর্ধমান জেলা অধীন, থানা- বারাবনী চৌকি এবং অ্যাডি. ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি, আসানসোল, মৌজা : মাজিয়ারা, জেএল নং ৪৩, পরিমাণ ৫৮.০০ ডেসিমেল খালি জমি, আরএস প্লট নং ২০০৮, এলআর খতিয়ান নং ২৬০০, ২৬০১, আরএস খতিয়ান নং ২৮১৭, বিক্রয় দলিল নং ১-১০২২৩ তারিখ ০৯.১১.২০১১। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রীকান্ত দাসের জমি, দক্ষিণে : নির্মল সাধু এবং অন্যান্যর জমি, পূর্বে : লালু মাঝির জমি, পশ্চিমে : সরকারি জমি সমন্বিত। | **২,৫৬,৮৯,১০১.০০ টাকা** ক্যাশি ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট এবং **৭,৭৬,৯৩৫.০০ টাকা** ডব্লিউসিটিএল **মোট বকেয়া ২,৬৪,৬৬,০৩৬.০০ টাকা** (দুই কোটি চৌষট্টি লাখ ছেষট্টি হাজার ছত্রিশ টাকা) টাকা **১০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ১১.০১.২০২৪ থেকে | **ক) ১৯,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (উনিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) **খ) ১,৯৫,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50034041887** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত** |

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

**পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৫.০১.২০২৪ থেকে ১৬.০১.২০২৪ (ক্রম নং ১ এবং ২) এবং ১২.০২.২০২৪ থেকে ১৩.০২.২০২৪ (ক্রম নং ৩) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে**
**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ৩১.০১.২০২৪ (ক্রম নং ১ এবং ২) এবং ২১.০২.২০২৪ (ক্রম নং ৩) সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত**
**ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi**

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
**ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও**

**তারিখ : ১০.০১.২০২৪ (ক্রম নং ২ এবং ৩) এবং ১১.০১.২০২৪ (ক্রম নং ১)** **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান : আসানসোল** **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**
**২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে**

**মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**CIN : U51109WB2003PTC096541**
**রেজিস্টার্ড অফিস : ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩**

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর)** এর সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে। উক্ত বিক্রির প্রস্তাব কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই সম্পাদিত হবে।
নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত মতে প্রস্তাবিত বিক্রির প্রক্রিয়াধীন সম্পদসমূহ অনলাইনে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স ই-প্রকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড-অকশন টাইগার ভায়া ওয়েবসাইট https://ncltauction.auctiontiger.net মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

| | |
|---|---|
| প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল | ১৩.০১.২০২৪ থেকে ২৭.০১.২০২৪ |
| সাইট পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ তারিখ | ২৯.০১.২০২৪ থেকে ০৭.০২.২০২৪ |
| ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ | ১৩.০২.২০২৪ দুপুর ১টার মধ্যে |

**নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে।**

**নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৫.০২.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত**

| সম্পদের বিস্তারিত | সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর) | বায়না জমা দাখিল (আইএনআর) | বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর) |
|---|---|---|---|
| ব্লক বি, ফ্ল্যাট নং ৩০৭ (৭৫.২৮ বর্গ মিটার), সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, হাওড়া | ১৬,৭৫,৪৭৯.৬০ | ১,৬৭,৫৪৭.৯৬ | ৫০,০০০.০০ |
| ব্লক বি, ফ্ল্যাট নং ৪০৫ (৭৭.৩২ বর্গ মিটার), সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, হাওড়া | ১৮,০৮,৭২৬.৪০ | ১,৮০,৮৭২.৬৪ | ৫০,০০০.০০ |
| ডোমজুড় জমি (ল্যান্ডলকড) | ৩৩,৬৬,০০০.০০ | ৩,৩৬,৬০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ফার্নিচার এবং ফিক্সচার এবং অফিস সরঞ্জাম সহ | ৭৮,৮১৫.২৫ | ৭,৮৮১.৫৩ | ২৫,০০০.০০ |
| জামিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ | ১,২৯,২৯,৭৯৯.১৫ | ১২,৯২,৯৭৯.৯২ | ৫০,০০০.০০ |

আগ্রহী আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য সম্বলিত নথি বিস্তারিত ই-নিলাম টেন্ডার আবেদন ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার, অন্যান্য ফর্ম, এবং নিয়ম এবং শর্তাদি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সম্পর্কিত দেখতে পারেন। বিস্তারিত নথি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য নিয়ম এবং শর্তাদি সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ পেতে পারেন ইমেল মারফত cirp.rpapls@resurgentrp.com-তে লিখিত আবেদন করে। ইএমডি সফল ডাকদাতাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং অসফল ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডির জন্য কোনও সুদ দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে দেখুন ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদি নথি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত এবং সফল ডাকদানের পরিমাণ প্রদানের জন্য।

লিকুইডেটর যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিল করা বা সম্প্রসারণ করা বা সংশোধন করা, ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন করতে পারেন যেকোনও সময় কোনও কারণ না দেখিয়েই। আগ্রহী ডাকদাতারা তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন সম্পদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ যদি কিছু থাকে, নিজ ব্যয়ে সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

স্বা/-
**প্রতীম বয়াল**
**রাজপ্রতীম এজেন্সিস প্রা. লি.-এর**
**লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত**
রেজি নং - **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385**

**রেজি. অফিস ঠিকানা**
৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩
**রেজি. ইমেল আইডি**
cirp.rpapls@resurgentrp.com
**তারিখ - ১৩.০১.২০২৪**
**স্থান - কলকাতা**

**প্রকল্প-যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা**
৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
**যোগাযোগের নম্বর** - (+৯১) ৯০৩৮২৮০৪৫০
**ইমেল আইডি (নির্দিষ্ট প্রকল্প)**
cirp.rpapls@resurgentrp.com

## ফের খবরে খাগড়াগড়

# বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটি গঠনে তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, খাগড়াগড়:** বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি গঠনকে ঘিরে ফের তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ। উত্তপ্ত বর্ধমানের খাগড়াগড় এলাকা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের দু'টি গোষ্ঠী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দু'পক্ষের মধ্যে মারধরের ঘটনায় উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ধমান থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ।

জানা গিয়েছে, সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯০ নম্বর সংসদের সদস্য শংকর রাজবংশী ও ৮৯ নম্বর সংসদের সদস্য শেখ ফিরোজের অনুগামীদের মধ্যে বিরোধ থেকেই এই সংঘর্ষের ঘটনা। শেখ ফিরোজের অনুগামী তথা তৃণমূলের বুথ সভাপতি মহম্মদ হোসেনের অভিযোগ, এলাকার দখল নিতেই মহম্মদ ইনশান সহ আরও বেশ কয়েকজনের নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি দুষ্কৃতী দল রড, লাঠি, তির, বল্লম, টাঙ্গি নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তাঁদের ৩ জন কর্মী আহত হয়। তাঁরা এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ভালো কাজ করেছেন, যেটা অন্য গোষ্ঠীর সহ্য হচ্ছে না। ওরা এলাকায় তোলাবাজি করতে পারছে না, তাই মরিয়া হয়ে এলাকার দখল নিতেই এই আক্রমণ করেছে। ওরা দুষ্কৃতী, ওদের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় আছে বলে জানা নেই।

অন্যদিকে ৯০ নম্বর সংসদের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য শংকর রাজবংশীর অভিযোগ, তাঁকে বাদ দিয়ে খাগড়াগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই বিষয়ে তিনি শেখ ফিরোজের কাছে কয়েকজনকে নিয়ে স্কুলে জানতে যান কেন তাঁকে বাদ দেওয়া হল? সেই সময়কার মতো সমস্যা মিটে গেলেও, সন্ধ্যা নাগাদ তাঁর কয়েকজন কর্মীকে শেখ ফিরোজের নেতৃত্বে ব্যাপক মারধর করা হয়। এলাকায় তোলাবাজি করতে চাইছে শেখ ফিরোজ ও তাঁর অনুগামীরা। কিন্তু তাঁরা বাধা দেওয়াতেই এই আক্রমণ বলে অভিযোগ শংকর রাজবংশীর। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় নতুন করে যাতে কোনও রকম অশান্তি না ছড়ায় তার জন্য এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়।

## বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব!

# কনভেনারকে মারের অভিযোগ জিতেন্দ্রর অনুগামীদের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ সামনে এল পাণ্ডবেশ্বরে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপির কনভেনার রূপক পাঁজাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তির বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির অনুগামীদের বিরুদ্ধে। লাঠি, রড নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় রূপক পাঁজাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও ২-৩ জন বিজেপি কর্মী অল্পবিস্তর আহত হয়েছে বলে জানা যায়।

জিতেন্দ্র তিওয়ারির নেতৃত্বে তাঁর অনুগামীরা কয়লা, বালি থেকে তোলাবাজি করছেন বলে

অভিযোগ। তার প্রতিবাদ করাতেই রূপক পাঁজার ওপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন আসানসোল জেলা বিজেপির যুবর সহ-সভাপতি পলাশ রায় চৌধুরী। তাঁর দাবি, যাঁরা বিজেপিতে কক্ষে পাচ্ছেন না, তাঁরা সনাতনী সেনা নামে এক সংগঠন তৈরি করে সেখানে সবাইকে যোগদান করাচ্ছেন ও অপরাধমূলক কাজকর্ম করছেন বলে অভিযোগ। এই মর্মে পাণ্ডবেশ্বর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এই ইস্যুতে নাম না করে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কটাক্ষ করেছেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, এটা নব্য আর পুরনো বিজেপির তোলা বখরার লড়াই, পুরনোদের বলব প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। অন্যদিকে এই বিষয়ে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি সরাসরি কোনও কিছুই বলবেন না বলে জানান।

# শোভাযাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দ ও সারদা সাজল মুসলিম ছেলে-মেয়ে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** মুসলিম মেয়ে সারদা দেবীর বেশে, আর মুসলিম ছেলে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে মঞ্চ মাতালো। বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তীতে এমনই ধর্ম সম্প্রীতির সাক্ষী থাকল বাঁকুড়ার কোতুলপুর।

আজ, শুক্রবার সারা দেশজুড়ে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম জয়ন্তী। বিভিন্ন জায়গায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পাশাপাশি সমারোহে পালন করা হয় এই দিনটি। যখন সারা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে জাতীয় যুব দিবস, সেই দিনই এক আসামান্য সম্প্রীতির চিত্র ধরা পড়ল বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। কোতুলপুরে বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষ থেকে স্বামীজির জন্মদিন পালন করা হয়। প্রথমে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের শুভ সূচনা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি বের হয়ে সারা কোতুলপুর শহর পরিক্রমা করে পুনরায় ক্লাব প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

আর এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সম্পূর্ণ ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অন্যতম নিদর্শন দেখা গেল। মা সারদা বেশে দেখা গেল এক মুসলিম কন্যাকে এবং স্বামী বিবেকানন্দ বেশে দেখা গেল এক মুসলিম বালককে। ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তাই যেন আজ পালন করতে দেখা গেল কোতুলপুরের বিবেকানন্দ ক্লাবকে। শুধু তাই নয়, এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সকল ধর্মের মানুষ পা মেলায়।

*শুক্রবার সিউড়ি সিধু কানু মুক্ত মঞ্চে শুরু হল পুষ্প প্রদর্শনী। বীরভূমের গার্ডেনিং অ্যান্ড মোর সংস্থার আয়োজনে আটটি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হয়েছে। তিন দিনব্যাপী পুষ্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।*

*সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন বীরভূম মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়।*

বীরভূম জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালিত।

*সিউড়ি চৈতালি মোড়ে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করছেন সিউড়ি শহর তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল শফি।*

*সিউড়ির রাস্তায় বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে খুদেদের শোভাযাত্রা।*

# উত্তরপাড়ায় স্বামী বিবেকানন্দর ১৬১তম জন্মবার্ষিকী পালন

**বনস্পতি দে**

**উত্তরপাড়া:** শুক্রবার ১২ জানুয়ারি বীরেশ্বর বিবেকানন্দর ১৬১তম জন্মবার্ষিকী। এদিন উত্তরপাড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা কেরানিডাঙা লেনে রামকৃষ্ণ সংহতি পার্কে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। পুরসভার সিআইসি তথা উত্তরপাড়া কোতরং টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষের উদ্যোগে বীরেশ্বর বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করা হয়। পার্কটিকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। স্বামী বিবেকানন্দর মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল, সিপিআই সর্বভারতীয় নেতা পল্লব সেনগুপ্ত সহ বিশিষ্টরা।

এদিন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানান, বিবেকানন্দ যুব সমাজের প্রতীক বিবেকানন্দকে সামনে রেখে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে যেতে হবে। ভারত সহ সারা বিশ্বে বিবেকানন্দ যুব সমাজের মহান যারা দিকভ্রষ্ট হবে, তাদের এগিয়ে আনতে হবে, যারা আসবে না তাদের প্রতিহত করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দকে সামনে রেখে কিছু রাজনৈতিক দল সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়, এগুলি দৃষ্টিকটু, এতে লাভ হবে না কিছু।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন পল্লব

সেনগুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ জানান, বিবেকানন্দর ১৬১তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। তিনি ভারতবর্ষের নাম পৃথিবীর দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শিকাগো ধর্ম সভায় ভারত সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিল। বিবেকানন্দকে সামনে রেখে যুব সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপক মিত্র। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাখলা বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক তপন ঘোষ। কাউন্সিলর অর্ণব রায়, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ একে একে মাল্যদান করেন পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব।

# তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার প্রতিবাদে পথ অবরোধ আরামবাগে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** ২০২৪ সালের ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক ভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে আরামবাগ। এবার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ও ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে পথ অবোরধ করে তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ বিজেপি তাদের পতাকা ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। জানা গেছে, যারা এই কাজ করেছে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে কলকাতা আরামবাগ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে তৃণমূল কর্মীরা। এমনকী পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান তারা। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের বলরামপুর এলাকায়। তৃণমূল কর্মীদের দাবি, বৃহস্পতিবার রাতে বলরামপুর এলাকায় তৃণমূলের পতাকা, ফেস্টুন সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছিঁড়ে দেয় বিজেপির দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি নজরে আসতেই খবর দেওয়া হয় আরামবাগ থানায়। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার না করতে পারায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। অবরোধের জেরে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় অবরোধকারীরা।

পরে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। এই বিষয়ে আরামবাগ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, এলাকাকে অশান্ত করতেই বিজেপি আমাদের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। তবে এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, তৃণমূল নাটক করছে। বিজেপি যে করেছে তার কি প্রমাণ আছে। বাজার গরম করতে তৃণমূল বিজেপির নামে দোষ চাপাচ্ছে। জনগণ এই নাটকের মুখোশ খুলে দেবে লোকসভা নির্বাচনে।

# স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবলি অনুষ্ঠানে ক্লাইভ লয়েড

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** সাতগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবলি অনুষ্ঠানে এলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড। পাশাপাশি সাতগাছিয়া বড়মাঠ এলাকায় সাতগাছিয়া হাইস্কুল প্ল্যাটিনাম জুবলি ট্রফির ফাইনাল খেলায় শুক্রবার বিকেলে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বকাপজয়ী ওই ক্রিকেটার। এদিনের এই ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে আয়েদা মিলনী একাদশ ও চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব। নির্ধারিত কুড়ি ওভারের খেলা শেষ হওয়ার আগেই সাতগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্ল্যাটিনাম জুবলি অনুষ্ঠানে এসে পৌঁছন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড।

এদিনের এই খেলায় আইদা মিলনী সংঘ কুড়ি ওভারে ১৬২ রান তোলে নয় উইকেট হারিয়ে। নির্ধারিত কুড়ি ওভারের খেলা শেষ হওয়ার আগেই চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব ১৬৩ রান তুলে দেয় ১৮ ওভার তিন বলে। এরপরই জয়লাভ করে তারা। এরপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে উইনার এবং রানার্স আপ দু'টি টিমকে ট্রফি তুলে দেন ক্লাইভ লয়েড।

# পুকুর ভরাটের অভিযোগ খতিয়ে দেখে ফের খোঁড়ার নির্দেশ ভূমি সংস্কার দপ্তরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** পুকুর ভরাট করে রাতারাতি জমি সমান করার অভিযোগ। অভিযোগ পেতেই ঘটনাস্থলে ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা আসেন। অবিলম্বে ফের পুকুর খোঁড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, ছিল পুকুর। হয়ে গেল সমান জমি। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল গ্রামের এমন রাতারাতি ঘটনায় হতবাক এলাকার মানুষ। পুকুর মালিকদের একাংশের অভিযোগ পেতেই অবশ্য নড়েচড়ে বসেছে ভূমি সংস্কার দপ্তর। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে দ্রুত ওই এলাকায় পুনরায় পুকুর খননের নির্দেশ দিয়েছে ভূমি সংস্কার দপ্তর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি পুকুর ছিল। নথিপত্র অনুযায়ী, ওই পুকুরের জমির পরিমাণ ৩ একর ২০ শতক। বড়সড় আকারের এই পুকুর শুধু এলাকার মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য ছিল তাই নয়, এই পুকুরের জল ব্যবহার করা হত এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচের কাজেও। বেশ কিছু বছর আগে পুকুরের বড় অংশ বিক্রি হয়ে যায় বলে দাবি। সামান্য বাকি অংশ থেকে যায় আগের মালিকের হাতেই।

অভিযোগ, সম্প্রতি স্থানীয়রা দেখেন বাইরে থেকে মাটি এনে রাতারাতি ভরাট করে পুকুরের জমি সমান করে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই পুকুরের ওই সামান্য অংশের মালিক নিতাই চন্দ্র রায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ, পুকুরের একটা বড় অংশ কিনে মুজিবর রহমান খান নামের এক ব্যক্তি তা ভরাট করে দিয়েছেন। একই

অভিযোগে সরব হয় বাগরোল গ্রামের মানুষও।

অভিযোগ পেতেই নড়েচড়ে বসে ভূমি সংস্কার দপ্তর। ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে দেখেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। ভূমি সংস্কার দপ্তরের দাবি, দ্রুত ওই এলাকায় পুকুর খননের জন্য অভিযুক্তকে নির্দেশ দেওয়া হবে। অভিযুক্ত পুকুর মালিকের দাবি, তিনি পুকুর ভরাট করেননি। নথিপত্রে জায়গাটি পুকুর বলে উল্লেখ থাকলেও তিনি যখন এই জায়গাটি কেনেন সেখানে পুকুরের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর পালটা অভিযোগ, পুকুরের অপর মালিকের অন্যায় ভাবে দাবি করা টাকা না দেওয়াতেই এখন মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। এলাকার মানুষ চাইছেন দুই মালিকের মধ্যে অভিযোগ পালটা অভিযোগ নয়, অবিলম্বে তাঁদের ব্যাবহার্য পুকুর ফের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

# ইউনিয়ন ব্যাংকের উদ্যোগে বিবেকানন্দর জন্মদিন পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** বিবেক এবং চেতনার মাধ্যমেই চলুক সমাজ, তরুণ প্রজন্মের পাথেয় হোক স্বামী বিবেকানন্দর বাণী, এমনই অভিনব প্রচারের মাধ্যম স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করলেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দুর্গাপুর-হাওড়া জোনের অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং তাঁদের পরিবার পরিজন।

১১টি জেলা থেকে আগত প্রতিনিধি এবং তাঁদের পরিবার নিয়ে দুর্গাপুরে দিনটি পালন হল স্বামীজির বাণী প্রচার থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া, ক্রিকেট ম্যাচ এবং নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজেশ যাদব জানান যে, এই ধরনের অনুষ্ঠান এবং স্বামীজির বাণী থেকে উদ্বুদ্ধ হন কর্মীরা, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জীবন সঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

# তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখা যাবে না, মন্তব্য কাকলি ঘোষ দস্তিদারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া:** এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখা যাবে না মন্তব্য কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হাবরায় আসেন বারাসাত লোকসভার সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি বলেন এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যখন বুঝে গেছে হারবে তখন থেকেই এইসব সক্রিয়তা শুরু করেছে। শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের কম্বল গোছানোর মন্তব্যে কাকলি বলেন, উনি কি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন কিনা কেন্দ্রীয় সরকারের আমার জানা নেই। দেগঙ্গায় শুভেন্দু অধিকারী নারায়ণ গোস্বামীকে নিয়ে নথি প্রসঙ্গে বলেন, ওনার কাছে নথি থাকল কি করে সেটাই তো প্রশ্ন! একটা দেশের আইন আছে, একটা সরকার আছে, দেশের এজেন্সিগুলো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে উনি কবে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন আমার জানা নেই এমনটাই মন্তব্য কাকলি ঘোষ দস্তিদারের।

# জয়রামবাটিতে পালিত বিবেকানন্দের জন্মদিন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। সারা দেশের পাশাপাশি সারদা দেবীর জন্মভূমি জয়রামবাটিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আজ, শুক্রবার পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। এদিন জয়রামবাটির নরনারায়ণ মন্দিরে বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনভর নরনারায়ণ মন্দিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, নরনারায়ণ সেবা সহ বিভিন্ন সেবাকাজের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়।

# রাত পোহালেই পুরুলিয়ায় টুসু পরব, চৌঢোল কেনার ভিড়

**আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া**

'আসছে মকর দু'দিন সবুর কর, তোরা বাঁকা পিঠার জোগাড় কর, আসছে মকর------।'

রাত পোহালেই মকর সংক্রান্তির বাওরির দিন। আর সেই পরব উপলক্ষে রাঢ় বাংলা পুরুলিয়া জেলাজুড়ে পালিত হবে টুসু পরব। পুরুলিয়া শহরের বাজার এলাকাগুলি শুক্রবার ছেয়ে গিয়েছে রঙ বেরঙের চৌঢোলে। এদিন চলল কেনাবেচা। পরবের জন্য শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা চৌঢোল কিনতে ভিড় জমিয়েছিলেন এদিন শহর থেকে শুরু করে গ্রামের হাট বাজারগুলিতে। দাম ৫০ টাকা থেকে শুরু, সবচেয়ে বেশি ২০০০ টাকা দামের।

ব্যবসায়ীদের দাবি, বিক্রি গত বছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে। প্রথামাফিক মকর পরবের আগের দিন অর্থাৎ রবিবার*বাওরির

দিন চৌঢোল কিনে বাড়িতে স্থাপন করা হয়। সারারাত জেগে টুসু গান গাইবেন বাড়ির মহিলারা সেই চৌঢলের সামনে বসে। সোমবার চৌঢোলে টুসুকে চাপিয়ে গান গাইতে গাইতে কংসাবতী নদী সহ শহরের বিভিন্ন জলাশয়ে দেওয়া হবে বিসর্জন। এক চৌঢোল শিল্পী কালিপদ যোগী জানান, সকাল থেকে বিক্রি ভালোই হচ্ছে। আরও এক চৌঢোল শিল্পী সন্তোষি যোগী জানান, প্রায় ১৫-২০ দিন আগে থেকে চৌঢোল তৈরি করা হয় বাড়িতে। বাঁশ, কাঠ, রঙিন কাগজ, আঠা, ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় চৌঢোলকে। এই সময় চৌঢোল বিক্রি করে হাতে একটু পয়সা দেখা যায়। তবে বিগত বছরের তুলনায় বিক্রিটা একটু কমেছে বলেই দাবি তাঁর।

পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের কোটলুই গ্রামের বাসিন্দা ভাগ্য প্রামাণিক বলেন, 'মকর সংক্রান্তির আগের রাতে টুসুর গান গেয়ে সারারাত গ্রামবাংলার মেয়েরা জেগে থাকেন। এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব। চলে খাওয়া দাওয়া। আর মকর সংক্রান্তির দিন সকালে দলে দলে টুসুকে চৌঢোলে চাপিয়ে গান গাইতে গাইতে কংসবতী নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেইদিন নতুন জামাকাপড় পরার রেওয়াজ রয়েছে। উৎসবে মেতে ওঠে গ্রামবাংলার মানুষজন।'

# আজ ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে অনিশ্চিত তৃণমূলের উপস্থিতি




**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি:** আসন্ন লোকসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে কোন স্ট্র্যাটেজিতে এগোনো হবে, বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কী কী এজেন্ডা নেওয়া হবে, এই সব নিয়ে আলোচনার জন্য আজ ফের বৈঠকে বসতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট। যদিও এবারের বৈঠক হবে ভার্চুয়াল। তবে শেষ মুহূর্তে বৈঠকের সিদ্ধান্ত হওয়ায় তৃণমূলের তরফে কেউ যোগ দিতে পারবেন না বলেই খবর।

লোকসভা নির্বাচনের রূপরেখা তৈরি করতে ইতিমধ্যেই একাধিক শহরে বৈঠকে বসেছে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। শেষবার দিল্লিতে গত মাসে হয়েছিল বৈঠক। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবার শেষ মুহূর্তে ভার্চুয়াল বৈঠক ডাকা হয়েছে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কারও না থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলে খবর। তবে ইন্ডিয়া জোটের বাকি শরিকরা ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নেবে বলেই জানা গিয়েছে।

রবিবার থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু রাহুল গান্ধির। তার আগে তড়িঘড়ি এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শোনা যাচ্ছে, মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে বৈঠকে। প্রথমত, কোন রাজ্যে কী হিসাবে আসন ভাগাভাগি হবে, সেই বিষয়টি নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা হবে। ইতিমধ্যেই বিহারের আসনরফা কার্যত চূড়ান্ত। বাকি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কী অবস্থান নেওয়া হবে, তা আলোচনার অন্যতম মূল বিষয়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কী কী এজেন্ডা নিয়ে এগোনো হবে, তা নিয়েও হবে আলোচনা। তৃতীয়ত, ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক কে হবেন? তাও চূড়ান্ত হতে পারে এই বৈঠকে। আপাতত আহবায়ক হিসেবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নাম উঠে এসেছে।

লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সূচনা করছেন রাহুল গান্ধি। পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারত অর্থাৎ মণিপুর থেকে শুরু করে মুম্বই পর্যন্ত যাত্রাপথ। যা খবর, এই যাত্রাপথে যে রাজ্য দিয়ে এগোবে, সেখানকার ইন্ডিয়া জোটের শরিকরাও যাতে অংশ নেন, তার জন্যও আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেই কাজটিও এই ভার্চুয়াল বৈঠকে করা হবে।

# নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল নিয়ে কেন্দ্রকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের



**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি:** বিতর্কিত নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল নিয়ে এবার কেন্দ্রকে নোটিস দিল সুপ্রিম কোর্ট। কেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হল প্রধান বিচারপতিকে? ব্যাখ্যা চায় শীর্ষ আদালত। তবে কেন্দ্রের পাশ করানো ওই আইনে এখনও স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

গত বছর মার্চ মাসে এক ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবে মন্ত্রিসভার হাতে থাকবে না। এদের নিয়োগ করবে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং প্রধান বিচারপতির যৌথ কমিটি। এই কমিটির সুপারিশ মেনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করবেন। যদি কখনও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা পদে কেউ না থাকেন, তাহলে বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতাকেই এই কমিটিতে নেওয়া হবে। যার ফলে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের অধিকার ন্যস্ত হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী এবং প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের কমিটির উপর।

কিন্তু শীতকালীন অধিবেশনে পালটা আইন এনে সুপ্রিম কোর্টের সেই রায় কার্যত অকেজো করে দেয় কেন্দ্র। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (সংশোধনী) বিল অনুযায়ী, এবার থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির কোনও ভূমিকা থাকবে না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ করা মন্ত্রিসভার এক সদস্য। অর্থাৎ ৩ সদস্যের কমিটির দুই সদস্যই হবেন সরকারি প্রতিনিধি। সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনার পদে কারও নাম নিয়ে বিরোধী দলনেতার আপত্তি থাকলেও সংখ্যাধিক্যের বলে সরকার তাঁকে উপেক্ষা করতে পারবে। শীতকালীন অধিবেশনে এই বিল দুই কক্ষেই পাশ হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে সেটি আইনেও পরিণত হয়েছে।

সেই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুরের করা মামলায় দাবি করা হয়, ওই মামলা বিচারবিভাগের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করছে। তাই আইনটিতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর ডিভিশন বেঞ্চ সেই স্থগিতাদেশ দেওয়ার দাবি না মানলেও এই আইনের ব্যাখ্যা চেয়ে কেন্দ্রকে নোটিস পাঠিয়েছে।

## লোকসভা ভোটের আগেই

# কংগ্রেসের দায়িত্ব ছাড়তে চলেছেন ভোটকুশলী সুনীল কালুগোলু!

**নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি:** ভোটকুশলী পিকে ওরফে প্রশান্ত কিশোরকে প্রস্তাব দেওয়া হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে যোগ দেননি। তাঁর পুরনো সতীর্থ এসকে ওরফে সুনীল কানুগোলু এ বার লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের দায়িত্ব ছাড়তে চলেছেন বলে দলের অন্দরে জল্পনা। কংগ্রেসের একটি সূত্র উদ্ধৃত করে এনডিটিভির দাবি, লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল স্থির করার দায়িত্বপ্রাপ্ত 'টাস্ক ফোর্স ২০২৪'-থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুনীল!

প্রায় দু'বছর আগে তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধি সুনীলকে নিয়ে এসে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মল্লিকার্জুন খাড়্গের জমানায় সেই দায়িত্ব ছাড়তে চলেছেন তিনি। দলের ওই সূত্র জানাচ্ছে, সুনীল মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানার আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্ব নিতে চলেছেন। চলতি বছরের শেষে ওই দুই রাজ্যে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। ২০২২ সালের মে মাসে সনিয়া ২০২৪-এর লোকসভার প্রস্তুতি শুরু করার লক্ষ্যে কংগ্রেসের 'টাস্ক ফোর্স ২০২৪' গঠন করেছিলেন।

# ভারত দুর্বল দেশ নয়, লন্ডনের মাটি থেকে চিনকে হুঁশিয়ারি রাজনাথের



**লন্ডন, ১২ জানুয়ারি:** চিনের মুখে মোদি-স্তুতি! সেদেশের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করা হয়েছে। যা নিয়ে সরগরম কূটনৈতিক মহল। কিন্তু হঠাৎ কেন দিল্লির প্রশংসায় পঞ্চমুখ বেজিং? নতুন কোন কৌশল নিয়েছে কমিউনিস্ট দেশটি? উঠেছে এরকম নানা প্রশ্ন। এই প্রেক্ষিতে মুখ খুললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সাফ জানালেন, গালওয়ান সংঘর্ষের পর চিন বুঝতে পেরেছে, ভারত দুর্বল দেশ নয়। পাশাপাশি তাঁর বার্তা, ভারতকে চোখ রাঙিয়ে চলে যাওয়া আর সহজ নয়।

ব্রিটেন সফরে গিয়েছিলেন রাজনাথ। বৃহস্পতিবার লন্ডনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তাঁকে গ্লোবাল টাইমসের প্রতিবেদনটি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। যার উত্তরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, গালওয়ান সংঘাতের পরে চিন বুঝতে পেরেছে, ভারত দুর্বল দেশ নয়। ২০২০ সালে দুদেশের মধ্যে একটা সংঘর্ষজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আমাদের জওয়ানরা সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করেছেন। হয়তো সেই জন্যই ভারত সম্পর্কে চিনের চিন্তাভাবনার বদল ঘটেছে। আন্তর্জাতিক মহল বরবারই মনে করে, চিন ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আমরা তা ভাবি না। প্রতিবেশী সব দেশের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ভালো রাখতে চাই। এর পর হুঁশিয়ারির সুরে রাজনাথ বলেন, ভারত শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশকে ভয় দেখানো এখন আর সহজ নয়। ভারতকে চোখ রাঙিয়ে যে কেউ চলে যাবে তা আর হবে না।

বিশ্লেষকদের মতে, লন্ডনের মাটি থেকে ফের একবার চিনকে বার্তা দিয়েছেন রাজনাথ। দক্ষিণ চিন সাগরে লালফৌজের আগ্রাসান, নতুন মানচিত্রে অরুণাচল প্রদেশকে নিজের বলে দাবি করা, এরকম একাধিক বিষয়ে যে বেজিংয়ের দাদাগিরি দিল্লি মেনে নেবে না তা আরও একবার স্পষ্ট করলেন তিনি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি চিনের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমসে ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের ডিরেক্টর ঝাং জিয়াডংয়ের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যেখানে জিয়াডং বলেছেন, মোদি জমানায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ভারত হয়ে উঠেছে শক্তিশালী দেশ। নয়াদিল্লির অর্থনৈতিক ও বিদেশ নীতিতে পরিবর্তন হয়েছে। দ্রুত এগিয়ে চলেছে মোদির ভারত। হয়ে উঠছে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বাড়তে থাকা অর্থনীতি। ভারত ক্রমেই কৌশলগত ভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে এবং ফলে ক্রমেই গুরুত্ব বাড়ছে দেশটির। জিয়াডং জানিয়েছেন, তিনি সম্প্রতি ভারতে দুবার ঘুরে গিয়েছেন। বলে রাখা ভালো, ২০২০ সালের ১৫ জুন গালওয়ান উপত্যকায় মুখোমুখি হয় ভারত ও চিনের ফৌজ। দুপক্ষের জওয়ানরাই লোহার রড ও কাঁটাতার জড়ানো হাতিয়ার নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা লড়াই করেন। রক্তক্ষয়ী সেই সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় জওয়ান শহিদ হন। ১৯৭৫ সালে পর সেবারই প্রথম প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। কার্যত যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত করতে কয়েক দফা আলোচনায় বসে দুই দেশের সেনাবাহিনী। তাতে আঁচ কিছুটা কমলেও উত্তেজনা কমেনি। এই অবস্থায় চিনের মুখপত্রে ভারতের এহেন প্রশংসাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

# নিখোঁজ হওয়ার আট বছর পরে উদ্ধার বায়ুসেনার বিমানের ধ্বংসাবশেষ

**চেন্নাই, ১২ জানুয়ারি:** আট বছর আগে ২০১৬ সালে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনার এএন-৩২ বিমান। চেন্নাইয়ের উপকূলের কাছে বঙ্গোপসাগরে ভেঙে পড়েছিল বিমানটি। তার পর অনেক খোঁজাখুঁজির কাজ চলেছে। কিন্তু কোনও ভাবেই বিমান বা সেটির ধ্বংসাবশেষের হদিশ পাওয়া যায়নি।

বিমানের খোঁজ চালানোর জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেন টেকনোলজি একটি 'অটোনোমাস ইউটিলিটি ভেহিক্যাল' (এইউভি) তৈরি করে। ঠিক কোথায় ভেঙে পড়েছিল বিমানটি তা চিহ্নিত করার জন্য গভীর সমুদ্রে এই যন্ত্রটি দিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। সমুদ্রের ৩,৪০০ মিটার গভীরে 'মাল্টি-বিম সোনার' এবং 'সিন্থেটিক অ্যাপার্চার সোনার' এবং হাই রেজোলিউশন-এর ছবির মাধ্যমে তল্লাশি চালাচ্ছিল এইউভি। সেই তল্লাশি চালানোর সময় চেন্নাই উপকূল থেকে ৩১০ কিলোমিটার দূরে বিমানের ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মেলে।

বায়ুসেনা সূত্রে খবর, তল্লাশির সময় এইউভি যে ছবি তুলেছে সেই ছবি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয়। তা ছাড়া যে জায়গায় বিমানটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, আগে কখনও ওই জায়গায় কোনও বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেন টেকনোলজি। তাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়েছে, সেটি বায়ুসেনার এএন-৩২ বিমানই।

২০১৬ সালের ২২ জুলাই বায়ুসেনার এএন-৩২ বিমানটি চেন্নাইয়ের তাম্বারান বিমানঘাঁটি থেকে সকাল সাড়ে ৮টায় উড়েছিল। বিমানে ২৯ জন ছিলেন। পৌনে ১২টা নাগাদ পোর্ট ব্লেয়ারে নামার কথা ছিল বিমানটির। কিন্তু ওড়ার ১৬ মিনিট পর পাইলটের শেষ বার্তা ছিল 'সব কিছু ঠিক আছে'। ২৩ হাজার ফুট উচ্চতায় ওঠার পর সেটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার পর আট বছর কেটে গিয়েছে। অবশেষে সেই রহস্যের অবসান হল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় বিমানের যাত্রীদের কারওরই দেহ মেলেনি।

**Notice e-Tender**

*The Prodhan Tentulia Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT Nos.: i)* 006/23-24/ UNTIED/ TGP (2nd CALL) *ii)* 009/23-24/UNTIED/15th CFC/2nd Inst/TGP , *Dated: 09.01.2024, 10.01.2024, Both Last date of Bid submission* ***02.02.2024*** *upto 14:00 Hours. For details please visit http://wbtenders.gov.in*

*Sd/-*
*Prodhan* ***Tentulia*** *G.P.*
*M-J BLOCK, MURSHIDABAD*

**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১**

**Sugandhya Gram Panchayat**
**Sugandhya, Polba-Dadpur, Hooghly, 712102**

**Notice Inviting Tender**

Sealed Tender is invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **e-NIT No.: 23/2023-24 and Memo No.: 02/SGP/2023-24, Date: 05.01.2024.** Bid Submission End Date (Online): **26.01.2024 up to 17:00 Hrs.** Bid Opening Date for Technical & Financial Proposal (Online): **29.01.2024 at 11.00 Hrs.** For detailed information visit **https://wbtenders.gov.in**, **https://etender.wb.nic.in** & undersigned GP Office.

**Sd/-**
**Prodhan**
**Sugandhya Gram Panchayat**

**CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT**
**E-TENDER NOTICE**

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no:

1) **Chak/17/Untied/24, Date: 11.01.2024**
2) **Chak/18/Tied/24, Date: 11.01.2024**
3) **Chak/19/Tied/24, Date: 11.01.2024**

At different place within at Chakmanik Gram Panchayat. Last date of online submission is 25.01.2024. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
**Pradhan**
**Chakmanik Gram Panchayat**
**B/Budge II, South 24 Parganas**

**KANCHRAPARA MUNICIPALITY**

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality form well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in. Tender Notice No. 2821, Dt.09/01/2024** for **Supply of Different Sanitary Vehicles & Computer Accessories of this Municipality. Tender ID: 2024_MAD_643238_1 to 6**. Last Date of Bid Submission **30/01/2024 up to 17.00 Hrs..**

**S/D**
**Kamal Adhikary,**
**Chairman**
**Kanchrapara Municipality**

**Chakdighi Gram Panchayat**
**Chakdighi, Jamalpur, Purba Bardhaman**

**Notice Inviting e-Tender**

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 02 nos. different development work(s) under GP area vide **NIT No.: 23/CHAK, Date: 11.01.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **11.01.2024 at 18:00 IST.** Bid Submission Closing Date (Online): **26.01.2024 up to 14:00 IST.** Date of Opening of Technical Bid: **29.01.2024 at 11:00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

**Sd/-**
**Prodhan**
**Chakdighi Gram Panchayat**

# ইয়েমেনে হাউথিদের আস্তানায় বিমান হামলা আমেরিকা ও মিত্রদের



**সানা, ১২ জানুয়ারি:** ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হাউথি বিদ্রোহীদের আস্তানায় বৃহস্পতিবার বিমান হামলা শুরু করেছে আমেরিকা ও তার পাঁচটি মিত্র। এসব বিমান হামলায় হাউথি বিদ্রোহীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং তাদের অনেক আস্তানা ধ্বংস করা হয়েছে। এই হামলার পর পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকা এসব হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের বিরুদ্ধে দুই ডজনেরও বেশি হামলার প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিমান ও নৌ হামলার কথা জানা গেছে। গত সপ্তাহে, বাইডেন প্রশাসন এবং অনেক আন্তর্জাতিক মিত্ররাও হাউথি বিদ্রোহীদের সতর্ক করেছিল।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস অনুসারে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার রাতে বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্ররা তাদের কর্মীদের উপর হামলা সহ্য করবে না। এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথে হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, আমি আমার নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহের জন্য আরও ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করব না। এই সতর্কতা উপেক্ষা করে হাউথিরা গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতিবাদে হামলা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে বলে জানা গেছে। বাইডেন বলেন, লোহিত সাগরে আক্রমণ এড়াতে ২০০০ এরও বেশি জাহাজকে হাজার হাজার মাইল ঘুরতে বাধ্য করা হয়েছিল, যার ফলে কয়েক সপ্তাহ বিলম্ব হয়েছে। মঙ্গলবার, মার্কিন ও ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ হাউথিদের একটি বড় ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিহত করেছে।

# নাসিকে রামের মন্দির চত্বর মুছলেন প্রধানমন্ত্রী

**নাসিক, ১২ জানুয়ারি:** রামের মন্দিরে ঝাড়ু দিলেন, মুছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মহারাষ্ট্রের নাসিকে গিয়ে শ্রী কালা রাম মন্দির দর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গোদাবরী নদীর ধারে পঞ্চবটী এলাকায় এই মন্দির অবস্থিত। এই স্থানের সঙ্গে রামায়ণের সম্পর্ক রয়েছে বলে বিশ্বাস। রামায়ণের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী এই পঞ্চবটী এলাকা। কালারাম মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছেন এবং প্রার্থনা শুনেছেন মোদি। পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অংশ হিসাবে মন্দির চত্বরে সাফাই কাজেও হাত লাগিয়েছেন। নাসিকে একটি জনসভাতেও হাজির হয়েছিলেন মোদি। কালারাম মন্দির অবস্থিত পঞ্চবটী এলাকায়। পাঁচটি বটগাছ থেকেই এমন নাম বলে শোনা যায়।

# ফের কাঁপল আফগানিস্তান, ভূমিকম্পের মাত্রা ৪.৩

**কাবুল, ১২ জানুয়ারি:** ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই শুক্রবার আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুমান করা হয়েছে ৪.৩।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর ৪টে ৫১ মিনিট নাগাদ আফগানিস্তানে ভূমিকম্প হয়। আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। ভূমি থেকে ১৭ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল।

২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে এই নিয়ে পরপর দুইবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টো ৫০ মিনিট নাগাদও ভূমিকম্প হয় আফগানিস্তানে। সেই ভূমিকম্পেরও উৎসস্থল হিন্দুকুশ অঞ্চলেই ছিল। ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্পের জেরে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেঁপে উঠেছিল। এছাড়া পাকিস্তানের লাহোর ও জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও কম্পন অনুভূত হয়।

**OFFICE OF THE PRODHAN**
**AMLAI GRAM PANCHAYAT**
**BHARATPUR-I DEV. BLOCK, BHARATPUR, MURSHIDABAD, WEST BENGAL**

**N.I.e.T NO:- 06/AMLAI G.P/2023-24 (2ND CALL), 08/ AMLAI G.P/2023-24, 09/AMLAI G.P/ 2023-24** DATE OF PUBLISH:- **13/01/ 2024,11.00 a.m,** DATE OF START OF DOWNLOAD TENDER DOCUMENTS:- **13/01/2024,11.00 a.m,** LAST DATE OF DOWNLOAD OF TENDER DOCCUMENTS:- **20/1/2024,11.00 a.m,** LAST DATE OF SUBMISSION:- **20/1/2024, 11.00 a.m**
**N.I.e.T NO:- 07/AMLAI G.P/2023-24** DATE OF PUBLISH:- **13/01/2024,11.00 a.m,** DATE OF START OF DOWNLOAD TENDER DOCCUMENTS:- **13/01/2024, 11.00a.m,** LAST DATE OF DOWNLOAD OF TENDER DOCCUMENTS:- **31/1/2024, 11.00 a.m,** LAST DATE OF SUBMISSION:- **31/1/2024,11.00 a.m**
DETAILS SEE:-**www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-Prodhan**
**Amlai Gram Panchayat**

**Nasibpur Gram Panchayat**
**Nasibpur, Singur, Hooghly**

**Notice Inviting e-Tender**

e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **Tender Memo No.: 292/NGP/2024 Date: 11.01.2024.** Bid Submission Start Date: **11.01.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **02.02.2024 up to 11:00 AM.** Bid Opening Date: **05.02.2024 at 11:48 AM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

**Sd/-**
**Prodhan**
**Nasibpur Gram Panchayat**

**OFFICE OF THE**
**MAHALANDI-II GRAM PANCHAYAT**
**KANDI DEV. BLOCK**
**MURSHIDABAD**

**NIeT No.10/MHND-IIGP/2023-24. NIeT No.11/MHND-IIGP/2023-24. Dated: - 12/01/2024**
Last date of Dropping: - **29/01/2024 (up to 4.00 pm)**
Date of Opening: - **31/01/2024 (at 4.00 pm)**
Details of tender are available at **wbtender.govt.in** and office of the undersigned.

**Sd/- Prodhan**
**Mahalandi - II GP**
**Jibanti, Kandi, Murshidaba**

**IMC of Govt. ITI Canning 1**
**e-TENDER**

e-Tender (on line) vide Tender ID No - **2024_DTET_643930_1** are invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Canning 1 for Supply, Testing, Installation & Commissioning of different shop tools, equipment & machineries for Different Trades at Govt. ITI Canning1, Vill+P.O- Tangrakhali, P.S-Canning, Dist- 24 Pgs(S), Pin-743329 as per Tender Schedule No-A.

**Details information/download/upload will be available from the website https://wbtenders.gov.in**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এমসি-৩৮-লিনেন-কার্টেন-ওয়াশ-এইচডব্লুএইচ-২৩, তারিখ ঃ ১১.০১.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি. অ্যান্ড টি/এস) পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে ফলাফলের ভিত্তিতে মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের এসি কোচসমূহের বেডরোল লিনেন, পর্দা যান্ত্রিকভাবে ধোয়া এবং লিনেন কাগজের প্যাকেটে করে প্যাকেজিং সমেত সরবরাহ করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৭,৭৮,১৩,৯৩৪.১৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২০,৩৯,১০০.০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ২৪ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের জন্য ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in**

HWH-445/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নোটিস নং ঃ ও/এসি/টি/১৬৮/২৩-২৪ (ওপেন), তারিখ ১০.০১.২০২৪।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৬৮-২৩-২৪। **কাজের নাম ঃ** এইএন/এইচকিউ/আসানসোল-এর অধীনে ডিআরএম অফিসে ডিভিসনাল কন্ট্রোল রুমের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৯৮,১৭০.৯০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,১৪,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৩ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ টেন্ডার রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে।

ASN-199/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**

**ই-টেন্ডার নোটিস নং ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-০১-০৫-২৪ তারিখ ১১.০১.২০২৪।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/আদ্রা কর্তৃক টিবিআর, পরিবহন এবং বিবিধ বিশেষ কাজের জন্য ০৫ (পাঁচ)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-০১-২৪, তারিখ ১১.০১.২০২৪,** আদ্রা ডিভিসনে দুই বছরের জন্য ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ কাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে সড়কপথে পি ওয়ে উপকরণ পরিবহন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,১০,৭৮,০২২ টাকা **(২) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-০২-২৪, তারিখ ১১.০১.২০২৪,** আদ্রা ডিভিসনে হেরিটেজ বিল্ডিং সংরক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৬,৬১,৫৭৮.৮৮ টাকা **(৩) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-০৩-২৪, তারিখ ১১.০১.২০২৪,** আদ্রা ডিভিসনে হাসপাতালের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৫,৮৯,৮৮১.২০ টাকা **(৪) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-০৪-২৪, তারিখ ১১.০১.২০২৪,** আদ্রায় দক্ষিণ আবাসনে স্টাফ কোয়ার্টার্স, কাঠের সিঁড়ি, জরাজীর্ণ দরজা এবং জানালা প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৬,৬৯,৫৯১.৭০ টাকা **(৫) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-০৫-২৪, তারিখ ১১.০১.২০২৪,** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে ডিইএন (সেন্ট্রাল)/আদ্রার আওতাধীনে আনুপূর্বিক ব্যালাস্ট নবীকরণ (টিবিআর)-৩১.৯৪৯ টিআর. কিমি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৬৬,৮৭,৩০৫.৯৭ টাকা **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। (PR-1022)

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**

**নং ঃ সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন/২০২২, তারিখ ঃ ১২.০১.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** তথা আইআরইপিএস পোর্টালের মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করছেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **অকশনের ক্যাটিগরি ঃ** কমার্শিয়াল পাবলিসিটি। **ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এএসএন-এডিভিটি-০৩-২৪। **অকশন শুরুর বিবরণ ঃ** ২৯.০১.২০২৪, বেলা ১১টা। **স্টেশনের/অবস্থানের নাম/ ট্রেন নং এবং এসএলআর ঃ আরডিএন নন-ডিজিটাল — যেসব স্টেশনের ভেতরে** রূপনারায়ণপুর, নিউ মদনপুর, চন্দনপাহাড়ি, নারগাঞ্জো হল্ট, পাণ্ডবেশ্বর, মানকর, রাজবাঁধ, জগদীশপুর, ছোটা আম্বানা, বরাচক, ওয়ারিয়া, মদনকাঁটা, শিমূলতলা, মুগমা, তলওয়া বাজার, মধুপুর, কুমারডুবি, কাজোরাগ্রাম, মোহনপুর, কুমরাবাদ রোহিণী, পারাজ, চিনপাই, সীতারামপুর, ঘোড়মারা, জোড়ামৌ, ভালুয়া, জামা, মথুরাপুর, রাজলা, গিরিডি, কুলটি, পাঁচরা, ভীমগড়া, চন্দন, গলসি, কাটোরিয়া, সুগাপাহাড়ি, চিনপাই, বাসুকীনাথ, সুগাপাহাড়ি হল্ট, শঙ্করপুর, কাশিটাঁড়, কালুবাথান, কালিপাহাড়ি, চিত্তরঞ্জন, বরাকর, বরাবনি, কাকবারা, সৎসঙ্গনগর, তাপসী, কর্জহৌসা, সোনাচারা, থাপারনগর, কুলটি, নিউ নওয়াদিহ, কৃষ্ণবল্লভ সহায় হল্ট, মহেশমুণ্ডা, উখরা। **ওওএইচ (আউট অফ হোম) ঃ** কাজোরাগ্রাম, শিমূলতলা, চন্দন, গলসি, কালিপাহাড়ি, দেওঘর, পারাজ, বাসুকীনাথ, কুমারডুবি, পাণ্ডবেশ্বর, থাপারনগর, রূপনারায়ণপুর, কুলটি, তলওয়া বাজার, উখরা, ওয়ারিয়া, কাটোরিয়া, সালানপুর, সীতারামপুর, রাজবাঁধ, পারাজ, অন্ডাল, গিরিডি। **মোট ৮১ অ্যাসেট ঃ আরডিএন (নন-ডিজিটাল) অ্যাসেটগুলির সংখ্যা ঃ ৫৮, ওওএইচ (আউট অফ হোম) অ্যাসেটগুলির সংখ্যা ঃ ২৩।** উপরোক্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরিল্লিখিত ই-অকশনের প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণ করতে এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে সকল সম্ভাব্য বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(ASN-200/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে ভারতের রোহিত-কোহলিকে লাগবে ডি ভিলিয়ার্স

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে সেরা দলেরই খেলা উচিত এবং তাতে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অন্তর্ভুক্তি মোটেও বিস্ময়কর নয় বলে মন্তব্য করেছেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। তাঁদের ফিরিয়ে ভারত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও মনে করেন তিনি।

ভারতের তিন সংস্করণেরই অধিনায়ক রোহিত ও সাবেক অধিনায়ক কোহলি টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন এক বছরেরও বেশি সময় পর। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজের দলে আছেন তাঁরা, যেটি শুরু হয়েছে গতকাল। ২০২২ সালের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পর এই প্রথম ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন তাঁরা। কোহলি ব্যক্তিগত কারণে প্রথম ম্যাচ খেলেননি, রোহিত ইনিংসের দ্বিতীয় বলে কোনো রান না করে হয়েছেন রানআউট।

তবে এ দুজনের দলে ফেরাটা স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার জন্ম দিয়েছে। টি-টোয়েন্টিতে তাঁদের খেলার ধরন, ভূমিকা;সব মিলিয়ে দুজনের বা যেকোনো একজনেরও এ সংস্করণে ভারত দলে থাকার দরকার কি না, আছে এমন আলোচনাও। জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে এটিই ভারতের একমাত্র টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ফলে সেখানে রোহিত ও কোহলিকে নিয়ে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট পরিষ্কার বার্তাই দিয়েছে;দুজনই তাদের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় আছেন।

সেটি নিয়ে আলোচনা থাকলেও সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক ডি ভিলিয়ার্স মনে করেন, এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার লিগ এসএটোয়েন্টিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, 'আমি বিরাট ও রোহিতের জন্য অনেক খুশি। তাদের দলে আসাতে বিস্মিত হইনি। কারণ, বিশ্বকাপ জিততে আপনি সেরা দলটিই চাইবেন।'

তবে কেন সমালোচনা, ডি ভিলিয়ার্স সেটিও বুঝতে পারেন বলে জানিয়েছেন, 'আমি বুঝতে পারি সমালোচনার ব্যাপারটি, কারণ, কয়েকজন তরুণ এতে করে জায়গা হারাবে।'

এদিকে নিজের ইউটিউব চ্যানেলেও প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন ডি ভিলিয়ার্স। কোহলির দলে ফেরা প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্য, 'আমার মনে হয় ভারতের সঠিক সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপ জিততে গেলে সেরা খেলোয়াড়দেরই লাগবে। যদি কোহলি যথেষ্ট ঠিক থাকে, তাহলে তার খেলতে হবে। সে একটু বয়স হয়েছে বলে ক্যারিয়ার একটু দেখে শুনে সামলাচ্ছে কি না, তাতে কিছু যায়-আসে না। তবে ২০ বছর বয়সীদের বুঝতে হবে, রোহিত ও কোহলির মতো কিংবদন্তির খেলা উচিত বিশ্বকাপ জিততে গেলে।'

২০১৩ সালের পর থেকে আইসিসির কোনো বৈশ্বিক ট্রফির শিরোপা জিততে ব্যর্থ হয়েছে ভারত। সর্বশেষ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে দেশের মাটিতে ফাইনালে তারা হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। এবার আরেকটি ২০ ওভারের বিশ্বকাপের আগে এ দুজনের এভাবে ফেরাতে আপত্তির কিছু দেখেন না ডি ভিলিয়ার্স।

ক্যারিয়ারের শেষ ভাগে তাঁর সঙ্গে এমন হয়নি বলেও আফসোস করেছেন ডি ভিলিয়ার্স। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা ডি ভিলিয়ার্স ২০২১ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকা দলে ফিরবেন, এমন আলোচনা উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেটি হয়নি।

# প্রথম দিনেই পড়ল ১৫ উইকেট, রঞ্জিতে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৩৫ রানে এগিয়ে মনোজের বাংলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে ৩৫ রানে লিড নিল বাংলা। মনোজ তিওয়ারির দল ৬০ রানে শেষ করে দিয়েছিল বিপক্ষকে। ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে বাংলা তুলল ৯৫ রান। হারাল ৫ উইকেট। রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে কানপুরে এক দিনেই গেল ১৫ উইকেট।

কুয়াশার কারণে শুক্রবার কানপুরে সঠিক সময়ে খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। টস হয় ১১.৪৫ মিনিটে। অর্থাৎ প্রথম সেশনে খেলাই হয়নি। টস জিতে বাংলার অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারির বল করার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রিন পার্কের গ্রিন টপে অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না।

বাংলার পেসারেরা শুরু থেকেই দাপটে দেখাতে শুরু করেন। অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল এবং ঈশান পোড়েল নতুন বলে পর পর উইকেট তুলে নেন। সেই সঙ্গে যোগ দেন মহম্মদ কইফ। তাঁরা তিন জনে মিলে ২০.৫ ওভার করে ৬০ রানে অলআউট করে দেন উত্তরপ্রদেশকে।

বাংলার পেসারদের মধ্যে সব থেকে উইকেট নিয়েছেন কইফ।

তিনি ৫.৫ ওভার বল করে ১৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নেন। ৩ উইকেট নেন অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা সূরজ। তিনি ৮ ওভারে ২০ রান দেন। একটি রান আউটও করেন। ২ উইকেট নেন ঈশান। তিনি ৭ ওভারে দেন ২৪ রান।

উত্তরপ্রদেশের তিন জন ব্যাটার বাদ দিয়ে কেউই দু'অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি। এই ম্যাচে নীতীশ রানা দলে ফেরেন। তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন উত্তরপ্রদেশকে। কিন্তু ১১ রানের বেশি করতে পারেননি গত বছর আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নেতৃত্ব দেওয়া নীতীশ।

নীতীশদের তোলা ৬০ রান টপকাতে বাংলা নেয় ২১ ওভার। বাংলার ব্যাটারদের মধ্যে ওপেনার শ্রেয়াংশ ঘোষ শুরু থেকেই ক্রিজে ধরে খেলার চেষ্টা করেন। তবে উল্টো দিক থেকে একের পর এক উইকেট হারায় বাংলা। ৩ উইকেট হারিয়ে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে লিড নিয়ে নেওয়ার পথে বাংলা হারায় সৌরভ পাল (১৩), সুদীপ ঘরামি (০) এবং অনুষ্টুপ মজুমদারের (১২) উইকেট।

দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছে গিয়েছেন ওপেনার শ্রেয়াংস (অপরাজিত ৩৭)। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন করণ লাল (অপরাজিত ৮)। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি (৩) এবং অভিষেক পোড়েল (১২) খুব বেশি ক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি।

উত্তরপ্রদেশের হয়ে একাই ৫ উইকেট নিয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার। ৬ বছর পর লাল বলের ক্রিকেটে ফিরে দাপট দেখাচ্ছেন অভিজ্ঞ পেসার। তিনিই একের পর এক উইকেট নিয়ে যাচ্ছেন। শনিবার সকালেও তিনি দ্রুত উইকেট তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। বাংলা চাইবে আরও বেশি রানে লিড নিয়ে ইনিংস শেষ করতে।

# জোকোভিচ যখন ক্রিকেটার, স্মিথ টেনিস খেলোয়াড়

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নোভাক জোকোভিচ একাধিক ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। 'একাধিক' শব্দটা অবশ্য এখানে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। টেনিসের সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী এ তারকা কয়টি ভাষায় কথা বলেন, এমন সার্চ করলে গুগল সার্বিয়ান ছাড়া আরও পাঁচটি ভাষা হাইলাইটস করে দেখায়;স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি, ইতালিয়ান ও জার্মান। এর বাইরে চীনা, জাপানিজ, আরবি, পর্তুগিজও একটু-আধটু বলতে পারেন;এমন 'প্রমাণ'ও আছে।

ভাষার দিক থেকে জোকোভিচকে বহুমুখী বলাই যায়। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরুর আগে দ্দকাল রড লেভার অ্যারেনায় অবশ্য জোকোভিচ দেখালেন, টেনিসের বাইরে অন্য খেলাতেও 'স্কিল' একেবারে 'মন্দ' নয় তাঁর! চাইলে টেনিস বাদে অন্য যেকোনো খেলাতেও জোকোভিচের উন্নতির 'ভালো' সুযোগ ছিল, সেটি বলাই যায়!

১৪ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে টেনিসে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। ১০ বারের শিরোপাজয়ী জোকোভিচ তাঁর শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করার আগে কাল অংশ নিয়েছিলেন দাতব্য একটি কর্মসূচিতে। সেখানে টেনিস তো খেলেছেনই, খেলেছেন ক্রিকেট, বাস্কেটবল এমনকি হুইলচেয়ার টেনিসও!

এ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ক্রিকেট তারকা স্টিভেন স্মিথ। জোকোভিচের সঙ্গে স্মিথ টেনিসও খেলেছেন। সার্ভ যেভাবে ফিরিয়েছেন স্মিথ, তাতে বিস্মিত হয়ে গেছেন জোকোভিচও। মাথা নুইয়ে সম্মান জানানোর ভঙ্গিও করেছেন। স্মিথকে অবশ্য বোলিংও করেছেন জোকোভিচ। বোলিংয়ে একটু মনোযোগ দিলে উন্নতির সুযোগ আছে জোকোভিচের, দেখে মনে হয়েছে এমন!

ব্যাটিংয়ে যে খুব একটা সুবিধা হবে না, সেটিও অবশ্য বোঝা গেছে। প্রয়াত কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নের ছেলে জ্যাকসন ওয়ার্নের বল মিস করে যাওয়ার পর ভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করতে দেখা গেছে জোকোভিচকে। ক্রিকেট ব্যাটের বদলে তুলে নিয়েছেন টেনিস র‍্যা কেট। পরিচিত অস্ত্র হাতে পেয়ে 'ছক্কা'ই মেরেছেন, তা বাউন্ডারির আকার যেমনই হোক না কেন।

এর বাইরে সাউথ ইস্ট মেলবোর্ন ফিনিক্সের আমেরিকান তারকা অ্যালান উইলিয়ামসের সঙ্গে জোকোভিচ খেলেছেন বাস্কেটবল, 'ডাংক' করে মুগ্ধ করেছেন উইলিয়ামসকেও।

অস্ট্রেলিয়ার মিডল-ডিসট্যান্স রানার পিটার বলকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন জোকোভিচ। সেখানে অবশ্য ঠিক পেরে ওঠেননি। তবে প্যারিস অলিম্পিকে জোকোভিচ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডল মনে করছে এমনই!

অস্ট্রেলিয়ান জিমন্যাস্ট জর্জিয়া গডউইনকেও একটি চ্যালেঞ্জে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন জোকোভিচ। গডউইন তাতে উতরে গেছেন ভালোভাবেই। জিমন্যাস্টে বিশ্বমানের কিছু করতে গেলে জোকোভিচের সামনে পথ খুব একটা সংক্ষিপ্ত নয়, সেটি অবশ্য বলাই যায়!

একইভাবে হুইলচেয়ার টেনিসেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি জোকোভিচ, সেখানে আবার স্তেফানো সিৎসিপাস ও সাবালেঙ্কা আরিনা তাঁর সহকারীর ভূমিকায় ছিলেন!

# করোনায় আক্রান্ত স্যান্টনার, খেলতে পারবেন না পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন নিউজিল্যান্ড অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার। পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিটি খেলতে পারবেন না তিনি।

নিউজিল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম স্টাফ জানিয়েছে, আজ সকালে করোনাভাইরাস পজিটিভ হন স্যান্টনার। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, পজিটিভ হওয়ার পর টিম হোটেলেই আইসোলেশনে আছেন স্যান্টনার। দলের সঙ্গে মাঠে যাননি তিনি।

এক বিবৃতিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) বলেছে, সামনের দিনগুলোতে স্যান্টনারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে। আগামী রবিবার হ্যামিল্টনে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি, অকল্যান্ড থেকে স্যান্টনার একাই সেখানে ভ্রমণ করবেন।

বাংলাদেশ সময় ১২-১০ মিনিটে শুরু হবে ৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। নতুন অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদির অধীনে পাকিস্তানের এটিই প্রথম ম্যাচ, অন্যদিকে এ সিরিজ দিয়ে ফিরেছেন নিউজিল্যান্ডের নিয়মিত অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসন। এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে বিশ্রামে ছিলেন তিনি।

এক সময় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ছিটকে যাওয়ার ঘটনা ক্রিকেটেও নিয়মিতই হয়ে উঠেছিল। ২০২১ সালে তো পাকিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের পুরো ওয়ানডে দলকেই আইসোলেশনে চলে যেতে হয়েছিল। তবে করোনা অতিমারির সে সময় পেরিয়ে এখন আর সেভাবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে আসে না। স্যান্টনারের কারণে আসছে সেটিই।

২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটের ফাইনালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েও খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তালিয়া ম্যাকগ্রা। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেও কোনো অ্যাথলেট অংশ নিতে পারবেন, সেবার নিয়ম ছিল এমন।

# ২১ রানে নেই শেষ ৬ উইকেট, সম্ভাবনা জাগিয়েও হার পাকিস্তানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচটা শাহিন শাহ আফ্রিদি হয়তো ভুলেই যেতে চাইবেন! বল হাতে এক ওভারে দিলেন ২৪ রান, যা সব ধরনের টি-টোয়েন্টিতে তাঁর সবচেয়ে খরুচে ওভার। দল হিসেবে পাকিস্তান দিয়েছে ২২৬ রান, যা টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ।

এমন লক্ষ্য তাড়া করতে যে ধরনের ব্যাটিং দরকার ছিল, শুরুতে তেমন সম্ভাবনা জাগালেও শেষ পর্যন্ত পারেনি পাকিস্তান। ১৮ বলের মধ্যে ২১ রান তুলতে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ হেরেছে ৪৬ রানে। রান তাড়ায় নামা পাকিস্তানকে ১৮০ রানে গুটিয়ে দিয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড।

পাকিস্তান অবশ্য শুরুটা দারুণই করেছিল। বাবর আজমকে তিনে সরিয়ে ওপেনিংয়ে মোহাম্মদ রিজওয়ানের সঙ্গে পাঠানো হয় সাইম আইয়ুবকে। খারাপ করেননি তিনি। দুজনের উদ্বোধনী জুটিতে ১৪ বলে ওঠে ৩৩ রান, যার মধ্যে ৮ বলে ২৭ রানই সাইমের। রিজওয়ানও অবশ্য বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ১৪ বলে ২৫ রান তুলে আউট হন টিম সাউদির বলে ক্যাচ দিয়ে।

পাওয়ারপ্লের মধ্যে দুই ওপেনারকে হারালেও পাকিস্তানের স্কোরবোর্ডে ছিল ৬৪ রান। যা তাদের ম্যাচে টিকিয়ে রাখে। ওপেনিং থেকে তিনে নামা বাবরই ধরে রাখেন এক প্রান্ত। যদিও তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আউট হওয়ার আগে ৩৫ বলে করেছেন ৫৭ রান। এই ইনিংসের একপর্যায়ে ২৭ বলে ৩৪ রান ছিল তাঁর। স্ট্রাইক রেট ১৬২.৮৫ হয়েছে আউট হওয়ার আগের তিন বলে এক ছক্কা ও দুই চার মারাতে।

পাকিস্তানের অন্য কোনো ব্যাটসম্যান দলের চাহিদা মিটিয়ে কার্যকরী ইনিংস খেলতে পারেননি। যদিও ১৫ ওভার পর্যন্ত ঠিকই ম্যাচে ছিল আফ্রিদির দল। ১৫ ওভারে তাদের সংগ্রহ ছিল ৪ উইকেটে ১৫৯। অর্থাৎ ৩০ বলে তাদের প্রয়োজন ছিল ৬৮ রান। হাতে ৬ উইকেট। তবে সেখান থেকে পাকিস্তান ১৮ বলের মধ্যে ২১ রানেই হারিয়েছে ৬ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি নিয়েছেন ৪ উইকেট। আব্বাস আফ্রিদিকে ম্যাট হেনরির ক্যাচ বানিয়ে আউট করে প্রথম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন সাউদি।

ব্যাটিংয়ের মতো বল হাতেও পাকিস্তানের শুরুটা ভালো ছিল। প্রথম ওভারেই ডেভন কনওয়েকে তুলে নেন আফ্রিদি। তবে প্রথম ওভারে ১ রানে ১ উইকেট নেওয়া আফ্রিদিকে মাটিতে নামিয়ে আনেন ফিন অ্যালেন। বাঁহাতি পেসারের পরের ওভারের প্রথম ৫ বলেই মারেন বাউন্ডারি। ২ ছক্কা ও ৩ চারে তুলে নেন ২৪ রান।

ঝোড়ো ইনিংসটি অবশ্য বেশি দূর এগোয়নি। ১৫ বলে ৩৪ রান করে অভিষিক্ত আব্বাস আফ্রিদির বলে ফেরেন অ্যালেন। এক বছরের বেশি সময় পর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফেরা কেইন উইলিয়ামসন পাকিস্তানি ফিল্ডারদের দুই ক্যাচ মিসে করেন অর্ধশতক। ৪২ বলে ৫৭ রানের ইনিংসটি থামে আব্বাসের বলে আউট হয়ে।

অ্যালেন ও উইলিয়ামসনের তৈরি করা মঞ্চে পরে ঝড় তোলেন ড্যারিল মিচেল। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান ২২ বলেই ছুঁয়ে ফেলেন অর্ধশতকের মাইলফলক। আফ্রিদির দ্বিতীয় শিকার হওয়ার আগে ২৭ বলে ৬১ রান করে যান মিচেল। শেষ দিকে মার্ক চ্যাপম্যানের ১১ বলে ২৬ রানে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ২২৬ রানে পৌঁছায়। এটি টি,টোয়েন্টিতে বিপক্ষে কোনো দলের সর্বোচ্চ রান। এর আগে ২০২১ সালে করাচিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০ ওভারে ২২১ রান তুলেছিল ইংল্যান্ড।

পাকিস্তানের পক্ষে ডানহাতি পেসার আব্বাস ৩৪ রানে নেন ৩ উইকেট। ৪৬ রান দিয়ে আফ্রিদির শিকারও ৩ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করা আমের জামাল এদিন মুদ্রার অন্য পিঠ দেখেছেন। ৪ ওভারে খরচ করেছেন ৫৫ রান। লেগ স্পিনার উসামা মির ৪ ওভারে দিয়েছেন ৫১ রান।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**

**নিউজিল্যান্ডঃ ২০ ওভার ২২৬/৮( মিচেল ৬১, উইলিয়মসন ৫৭, আব্বাস ৩/৩৪)**

**পাকিস্তান ১৮ ওভার ১৮০ ( বাবর ৫৭, সায়েম ২৭, সাউদি ২৫/৪)**

**ফল নিউজিল্যান্ড ৪৬ রানে জয়ী।**

**ম্যাচসেরা ড্যারিল মিচেল।**

# টি-টোয়েন্টি তরুণদের ক্রিকেটার হিসেবে বেড়ে উঠতে দিচ্ছে না: ক্লাইভ লয়েড

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত ক্লাইভ লয়েড। ক্যারিবীয় কিংবদন্তি মনে করেন, টি-টোয়েন্টি তরুণদের ক্রিকেটার হিসেবে বেড়ে উঠতে দিচ্ছে না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দুবার বিশ্বকাপ জেতানো সাবেক এই অধিনায়ক।

ভারতের সংবাদমাধ্যম 'টেলিগ্রাফ' এ নিয়ে লয়েডের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে, 'আমি আগেও বলেছি এবং আবারও বলছি, টি-টোয়েন্টি হলো প্রদর্শনী আর টেস্ট ক্রিকেট হলো পরীক্ষা। আমাদের তরুণদের অভ্যাস হলো বল মেরে মাঠের বাইরে পাঠানো, যেন কোথাও চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। এটা আমার অপছন্দ।'

অধিনায়ক হিসেবে তিনটি বিশ্বকাপের (১৯৭৫, ১৯৭৯ ও ১৯৮৩) ফাইনাল খেলা লয়েড তরুণ ক্রিকেটারদের বড় করে তোলার সংস্কৃতি নিয়েও কথা বলেছেন, 'আমি সেই সময়ে ফিরে যেতে চাই, কোথাও সফরে গিয়ে যখন তরুণদের বেড়ে ওঠার পথটাও করে দেওয়া হতো। এখন সেটি সম্ভব নয়। ইংল্যান্ড সফরে গেলে দুই ধরনের খেলা হয়;টেস্ট ও ওয়ানডে এবং তারপর সফর শেষ...তারা (তরুণ) দেশটা সম্বন্ধে কিছু শেখে না। আর এ কারণে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড কিংবা ভারতে ক্রিকেট কীভাবে খেলতে হয়, সে বিষয়ে তারা কিছুই শেখার সুযোগ পায় না।'

অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পেয়েছেন লয়েড। ৭৯ বছর বয়সী লয়েডের অধিনায়কত্বেই ক্রিকেট, বিশ্বে আশির দশকে দাপট দেখিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্ট ও ওয়ানডেতে অজেয় দল হয়ে উঠেছিল লয়েডের দল। সাবেক এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান মনে করেন, বিশ্বব্যাপী ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগের দাপট শুরু হলেও টেস্ট ক্রিকেটকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই, 'এটা (টি-টোয়েন্টি লিগ) রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমি চাই না এটার জন্য টেস্ট ক্রিকেট জায়গা হারাক। এটা সত্য যে এসব কারণে (ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ) ক্রিকেটারদের জীবন আরেকটু সচ্ছল হয়েছে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট এখনো গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, আমরা আরও বেশি এই সংস্করণ দেখতে পাব।'

লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যবস্থা নিয়ে আইসিসির সমালোচনাও করেছেন লয়েড। তাঁর মতে, লভ্যাংশের সিংহভাগ ক্রিকেটের 'বিগ থ্রি' (ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড) নয়; সব বোর্ডের সমান অর্থ পাওয়া উচিত, 'আমি মনে করি, সবার সবকিছুর সমান ভাগ পাওয়া উচিত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তাকান; ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কি লিভারপুলের চেয়ে বেশি পায়? আর্সেনাল কি চেলসির চেয়ে বেশি পায়? না, তারা সমান ভাগ পায়।' ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদাহরণও টেনেছেন লয়েড, 'ভুলে যাবেন না, ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমরা কিন্তু ১৪টি দ্বীপ, যেখানে অন্য দেশগুলো একটা দেশই। আমাদের ওখানে কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে প্রচুর খরচ হয়। কারণ নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়।' এরপর লয়েড যুক্তি দেন, 'তাই আমার মনে হয়, সবার সমান ভাগ পাওয়া উচিত। হ্যাঁ, নেতৃত্বে থাকলে হয়তো কিছু বেশি পেতে পারে...তাই বলে তিনটি দেশ মিলে বাকিদের অগ্রাহ্য করবে, সেটা অনুচিত।'

লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যবস্থা নিয়ে আইসিসির সমালোচনাও করেছেন লয়েড। তাঁর মতে, লভ্যাংশের সিংহভাগ ক্রিকেটের 'বিগ থ্রি' (ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড) নয়; সব বোর্ডের সমান অর্থ পাওয়া উচিত, 'আমি মনে করি, সবার সবকিছুর সমান ভাগ পাওয়া উচিত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তাকান; ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কি লিভারপুলের চেয়ে বেশি পায়? আর্সেনাল কি চেলসির চেয়ে বেশি পায়? না, তারা সমান ভাগ পায়।' ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদাহরণও টেনেছেন লয়েড, 'ভুলে যাবেন না, ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমরা কিন্তু ১৪টি দ্বীপ, যেখানে অন্য দেশগুলো একটা দেশই। আমাদের ওখানে কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে প্রচুর খরচ হয়। কারণ নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়।' এরপর লয়েড যুক্তি দেন, 'তাই আমার মনে হয়, সবার সমান ভাগ পাওয়া উচিত। হ্যাঁ, নেতৃত্বে থাকলে হয়তো কিছু বেশি পেতে পারে...তাই বলে তিনটি দেশ মিলে বাকিদের অগ্রাহ্য করবে, সেটা অনুচিত।'

লয়েড ভারতে গিয়েছেন, আর সেখানে বিরাট কোহলির ব্যাপারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হবে না, তা হয় না। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যানকে নিয়ে কথা বলতে হয়েছে লয়েডকে। কোহলির প্রশংসাই করেছেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি, 'সে এখনো তরুণ। আমি নিশ্চিত যেভাবে খেলছে, সে চাইলে যেকোনো কিছুই অর্জন করতে পারে।'

কোহলির অর্জনের প্রসঙ্গটা উঠেছে একটি প্রশ্নের উত্তরে। লয়েডের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কোহলি শচীন টেন্ডুলকারের ১০০ আন্তর্জাতিক শতকের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন কি না। ৩৫ বছর বয়সী কোহলির আন্তর্জাতিক শতকসংখ্যা ৮০টি। লয়েড মনে করেন, কোহলি টেন্ডুলকারকে শতকসংখ্যায় টপকে যেতে পারলে, 'সেই অর্জন হবে আনন্দিত হওয়ার মতোই ব্যাপার।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**